এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ আটদফা দাবি নিয়ে পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বাস-মালিকদের
২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোকান এক সারিতে আনার নির্দেশ পুরমন্ত্রীর ৩

কলকাতা ২৩ জুলাই ২০২৬ ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার বিংশ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.07.2026, Vol. 20 Issue No. 43, 8 Pages, Price 3.00

সপ্তম পে কমিশনে কমিটি নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মচারি এবং পেনশনভোগীদের জন্য সুখবর। রাজ্যে গঠিত হল সপ্তম পে কমিশন। নতুন সরকার গঠনের আড়াই মাসের মধ্যেই সরকারি কর্মীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শোনা যাচ্ছে, আগামী বছর মার্চ মাসের মধ্যে সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার কথা ভাবছে রাজ্য সরকার।

বুধবার ঘোষণা করে দেওয়া হল কমিশনের সদস্যদের নাম। অর্থ দপ্তরের তরফে বিবৃতি দিয়ে চার সদস্যের নাম জানানো হল। কমিটির চেয়ারপার্সন হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত আইএএস এবং অর্থ মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব অতনু চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে অন্য সদস্যরা হলেন সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের গবেষক পার্থ মুখোপাধ্যায়, আইআইএম কলকাতার অধ্যাপক পার্থপ্রতিম পাল এবং অর্থসচিব দেবীপ্রসাদ কারনাম। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি, সরকার পোষিত এবং আধা সরকারি কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি, পেনশনভোগীদের পেনশনবৃদ্ধি, কর্মীদের পদোন্নতি সব নীতিই নির্ধারণ করবে ওই পে কমিশন। আগামী ৬ মাসের মধ্যে কমিশনকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সরকারি কর্মীদের ডিএ এবং ডিআর বৃদ্ধির হারও নির্ধারণ করবে সপ্তম পে কমিশন।

সব ঠিক থাকলে মাস ছ'য়েকের মধ্যে রিপোর্ট দেবে সপ্তম পে কমিশন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমিশনের কাজের পরিধির মধ্যে বলা হয়েছে, বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ করার আগে একই পদে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন কাঠামোও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন গঠন হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে বেতন কাঠামো পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকা রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে বেতন কমিশন এবং ডিএ নিয়ে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। সেই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে নতুন সরকারের প্রথম বাজেটেই সরকারি কর্মচারীদের জন্য বড় ঘোষণা করা হয়। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এক ধাক্কায় ২০ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করেন। বাজেটের দিনই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করে দেন, দ্রুত সপ্তম পে কমিশন গঠন করবে সরকার। সেই ঘোষণা মতোই কমিশনের 'টার্মস অব রেফারেন্স' বা কাজের পরিধি ও দায়িত্বের খসড়া ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

প্রকাশ বিজ্ঞপ্তি

দুই কক্ষে দুই সাসপেনশন

বিধানসভায় টেনে-হিঁচড়ে বের করা হল কুণালকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট বিতর্ক ঘিরে ফের প্রকাশ্যে বিস্ফোরিত হল তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব। বুধবার বাজেট আলোচনায় অংশ নেওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন কালীঘাটপন্থী নেতা কুণাল ঘোষ। শেষ পর্যন্ত হট্টগোল, ধস্তাধস্তির মধ্যে মার্শাল ডেকে তাঁকে বিধানসভা কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয়। পরে অভব্য আচরণের অভিযোগে দিনের বাকি সময়ের জন্য তাঁকে সাসপেন্ড করেন অধ্যক্ষ।

বিধানসভা সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট বিতর্কে বক্তা হিসেবে কুণাল ঘোষের নাম কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের পক্ষ থেকে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত বক্তা তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় ক্ষুব্ধ হন তিনি। পরিবর্তে বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরের একাধিক বিধায়ক বক্তব্য রাখার সুযোগ পাওয়ায় ক্ষোভ আরও বাড়ে।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন সরকারি স্বীকৃত মুখ্য সচেতক তথা বিদ্রোহী শিবিরের নেতা আখেরুজ্জামান স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট নিয়ে বক্তব্য রাখতে ওঠেন। সেই সময় নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন কুণাল ঘোষ। তাতে আপত্তি জানিয়ে বিজেপি এবং বিদ্রোহী তৃণমূলের বিধায়কেরা একযোগে প্রতিবাদে সরব হন। শাসক ও বিরোধী; উভয় পক্ষ থেকেই কুণালকে থামানোর চেষ্টা হয়। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও তাঁকে আসনে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান বলে বিধানসভা সূত্রের দাবি। কিন্তু কুণাল নিজের অবস্থানে অনড় থাকায় বচসা আরও তীব্র হয়।

এরই মধ্যে কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের অন্য সদস্যেরাও কুণালের পাশে এসে দাঁড়ান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকলে অধ্যক্ষের নির্দেশে বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীরা এগিয়ে আসেন। কুণালকে কক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময় শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এক পর্যায়ে মার্শালরা তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে বিধানসভা থেকে বের করে দেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, আলিফা আহমেদ-সহ কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের একাধিক সদস্য ওয়াকআউট করেন।

পরবর্তীতে বিধানসভার কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটানো এবং অভব্য আচরণের অভিযোগে কুণাল ঘোষকে দিনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন অধ্যক্ষ। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট বিতর্কের দিনই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে চলে এল বলে রাজনৈতিক

নারীদের বিরুদ্ধে কুমন্তব্য, অধিবেশনে ব্রাত্য কল্যাণ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: লোকসভার বাদল অধিবেশনে নারীদের উদ্দেশে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে তৃণমূলের শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। বুধবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল কল্যাণের বিরুদ্ধে এই মর্মে প্রস্তাব আনেন। বুধবার ধ্বনিভোটে সেই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর তাঁকে অবিলম্বে লোকসভা কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। চলতি বাদল অধিবেশন ১৩ অগস্ট পর্যন্ত চলবে। ফলে ওই সময় পর্যন্ত তিনি লোকসভার কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন না।

যদিও ঘটনার সূত্রপাত বুধবার সকালে। এদিন সংসদে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-এ যোগ দেওয়া সাংসদ মিতালী বাগ, শতাধী রায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগ্বিতণ্ডা হয়। অভিযোগ, সেই সময় তিনি মহিলা সাংসদদের উদ্দেশে এমন কিছু মন্তব্য করেন, যা তাঁদের কাছে অপমানজনক বলে মনে হয়। এরপর কাকলি ঘোষ দস্তিদার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে কল্যাণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান।

বুধবার দুপুরে লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে স্পিকারের আসনে থাকা কৃষ্ণপ্রসাদ তেনেটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়ালকে সাসপেনশনের প্রস্তাব পেশ করতে বলেন। এই প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে অনুমোদিত হওয়ার পরই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়। যদিও তার সাসপেনশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে কালীঘাট তৃণমূল। বুধবার কালীঘাট তৃণমূলের দাবি, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হয়েছে।

যদিও এই প্রসঙ্গে অভিযোগকারী সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'কল্যাণ সবসময় খুব খারাপ ভাষায় কথা বলেন। বিশেষ করে মহিলাদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। তাই আজ তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।' একইভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংও সাসপেনশনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেন, 'কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। তাঁকে সাসপেন্ড করে ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর ভাষা অসংসদীয় এবং অমর্যাদাকর।'

অন্যদিকে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেন, 'কাউকে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করার সুযোগ না দিয়ে শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। এখানেও সেটাই হয়েছে।

'ভাইপোপন্থী তৃণমূলের নাম ও নিশান থাকবে না পশ্চিমবঙ্গে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্নীতির প্রশ্নে বিধানসভা থেকে বাম-তৃণমূল দুই প্রাক্তন শাসক দলকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে তাঁর আক্রমণের ঝাঁঝ অনেক বেশি ছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেট আলোচনার জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দুর হুমকি, 'ভাইপোপন্থী তৃণমূলের নাম ও নিশান পশ্চিমবঙ্গে থাকবে না। এটা আমার দায়িত্ব।'

প্রসঙ্গত, বুধবার ক্যাথিড্রাল রোডের সভামঞ্চ থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করেছিলেন অভিষেক। গদ্দারি বা বেইমানি করে তৃণমূলকে দুর্বল করা যাবে না দাবি করে তিনি বলেন, 'বাংলা থেকে বিজেপিকে উৎখাত করব, এই কথা দিয়ে গেলাম। কী করবে বিজেপি? জেলে ভরবে? মিথ্যা মামলায় ফাঁসাবে? ফাঁসাক। তবু মাথা নত

করব না, কারণ আমার মেরুদণ্ড বিক্রির জন্য নয়।' একই সঙ্গে কর্মীদের সাহস ও উপস্থিতির প্রশংসা করে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'যাঁরা ভয় উপেক্ষা করে এসেছেন, তাঁদের দেখে মনে হচ্ছে আজ নতুন করে তৃণমূলের জন্ম হল। এই নতুন তৃণমূল আগামী ৪০ বছর বাংলার রাজনীতিতে লড়াই চালিয়ে যাবে এবং ৩১ সালে সব হিসাব বুঝে নেবে।'

মঙ্গলবার বিধানসভা থেকে এর আগেও একদফা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেকের '২০৩১ সালে হিসাব বুঝে নেব' মন্তব্যের পাল্টা শুভেন্দু বলেন, 'গতকাল বড় বড় আওয়াজ দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে নোটবুকে লিখে রাখতে, ৩১ সালে হিসাব নেবে! ও ৩১-এ কোথায় থাকে আমি দেখব।' জবাবি ভাষণ দিতে উঠে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে শুভেন্দু মন্তব্য করেন, '২০৩১ সালে হিসাব হবে বলছে ভাইপো। আরে তুমি বাইরে থাকলে তবে তো হিসাব।'

জবাবি ভাষণে পুলিশমন্ত্রী হিসাবে দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'ওটা (অভিষেক) বাঘ না, বেড়াল। যত চুরি করেছে সব গর্ত খুঁড়ে বার করব।' 'আঞ্চলিক দলের' সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলে অভিষেককে কটাক্ষ করে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতার দিকেও। তাঁর নাম না-করে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'আপনি বেঁচে থাকতে থাকতে প্রমাণ করে দেব আপনি প্রতিষ্ঠিত চোর।'

আম্ফান-সহ সব রিপোর্টই নজরে

ক্যাগে দুর্নীতির প্রমাণে এফআইআর-সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আম্ফান দুর্নীতি-সহ বিগত সরকারের আমলের সমস্ত বকেয়া ক্যাগ (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করে তা নিয়ে আলোচনা হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বিধানসভায় তিনি জানান, আগামী ২৫ জুলাই ক্যাগের রিপোর্টগুলি বিধানসভায় পেশ করা হবে। পরবর্তী অধিবেশনে সেই রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সুপারিশগুলি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যেখানে যেখানে ক্যাগ দুর্নীতির প্রমাণ পাবে, সেখানে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের অনুমতির জন্য রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করবে সরকার। তাঁর কথায়, 'তিনি মুখ্যমন্ত্রী হোন, মন্ত্রী হোন বা যত বড় নেতাই হোন, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন।'

আম্ফান ত্রাণে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দফায় ৩,৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। সেই অর্থের ব্যবহার নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বিশেষ ক্যাগ তদন্ত হলেও, আগের সরকার সেই রিপোর্ট প্রকাশ করেনি বা বিধানসভায় পেশ করেনি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট হাতে এলেই বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করা হবে। সেই অধিবেশনেই আম্ফান সংক্রান্ত বিশেষ ক্যাগ রিপোর্ট-সহ অন্যান্য ক্যাগ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হবে।

এদিন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকারিতা নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন, শিশু সুরক্ষা কমিশন, তপসিলি জাতি-জনজাতি, ওবিসি, সংখ্যালঘু কমিশন এবং তথ্য কমিশন-সহ একাধিক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে আগের সরকার কার্যত অচল করে রেখেছিল। তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ১ আগস্ট থেকে এই সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থাকে পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় করা হবে এবং অভিযোগ গ্রহণ ও তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হবে।

'সিপিএম আমলের দুর্নীতিরও তদন্ত'

■ শুধু তৃণমূল সরকারের আমল নয়, সিপিএম শাসনকালের দুর্নীতির অভিযোগও খতিয়ে দেখা হবে বলে বিধানসভায় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে তিনি বলেন, অতীতের রাজনৈতিক হিংসা ও দুর্নীতির ঘটনায় কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পরও তৎকালীন সরকার সিপিএম আমলের বহু আলোচিত ঘটনার বিচার করেনি। সুচপুর, ছোট আঙারিয়া, নন্দীগ্রাম, নেতাই, কেশপুর, ধানতলা, বানতলা-সহ একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, যেগুলিকে রাজনৈতিক ইস্যু করে ক্ষমতায় আসা হয়েছিল, সেগুলির কোনওটিরই দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হয়নি।

তৃণ-তহবিল মামলায় ইডি-তলব শুভাশিসকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: একুশে জুলাইয়ের সমাবেশের রেশ কাটতে না কাটতেই তৃণমূল কংগ্রেসের তহবিল সংক্রান্ত মামলায় বেনজির তৎপরতা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র। জোড়াফুল শিবিরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের 'চেক সাইনিং অথরিটি' তথা দলের বর্ষীয়ান নেতা শুভাশিস চক্রবর্তীকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রের খবর, তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইতিমধ্যেই 'ফ্রিজ' বা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই অ্যাকাউন্টেরই একটিতে আর্থিক লেনদেনের স্বাক্ষরকারী বা 'চেক সাইনিং অথরিটি' হিসেবে নাম রয়েছে শুভাশিসের। দলীয় সূত্রের খবর, একুশে জুলাইয়ের মেগা ইভেন্টের ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে হাজিরা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে কিছুটা সময় চেয়ে পাঠিয়েছিলেন শুভাশিস। তবে তদন্তকারীরা তাঁকে নতুন করে আর কোনও সময় দিতে রাজি হননি বলেই ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে।গোয়েন্দাদের নজরে মূলত তিনটি দলীয় অ্যাকাউন্ট। ইডি সূত্রে ইঙ্গিত, শুধু শুভাশিস একাই নন, ওই অ্যাকাউন্টগুলির দায়িত্বে থাকা বাকি 'চেক সাইনিং অথরিটি'দেরও একে একে তলব করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন আধিকারিকরা। তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য; ওই ৩টি অ্যাকাউন্টে ঠিক কোথা থেকে টাকা ঢুকেছিল, কীসের ভিত্তিতে টাকা তোলা হয়েছে এবং তোলানি অর্থ কোন কোন খাতে খরচ করা হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব মেলানো।

আমাদের সময় নষ্ট করবেন না, সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য নিটে

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: নিট-কাণ্ডে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করে 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র সংসদ অভিযান ঘিরে পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ করতে নারাজ সুপ্রিম কোর্ট। ওই দিনের ঘটনার ভিডিও শীর্ষ আদালতে পেশ করার আর্জি জানানো হলেও, প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তারা এই আবেদনে কোনও আগ্রহ দেখাল না। দিল্লি হাইকোর্টেও একই বিষয়ে করা জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, নিটে প্রশ্নফাঁস ও ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির অর্থাৎ এনটিএ সংস্কারের দাবিতে সম্প্রতি দিল্লিতে সংসদের দিকে মিছিল করেছিল সিজেপি। মিছিল রুখতে জলকামান, কাঁদানে গ্যাস এবং লাঠি চালায় পুলিশ। এক আইনজীবী বুধবার সুপ্রিম কোর্টের নজর টেনে অভিযোগ করেন, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদী পড়ুয়াদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে পুলিশ। সে দিনের ঘটনার কিছু ভিডিও তিনি আদালতকে দেখাতে চান। তখনই আবেদনকারী আইনজীবীকে থামিয়ে দিয়ে প্রধান বিচারপতি সাফ জানিয়ে দেন, 'আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। ভিডিওতে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই, দেখার সময়ও নেই।' দিল্লি হাইকোর্টেও ঠিক একই ধরনের এক আবেদনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'এই সব বিষয়ে আদালতকে জড়াবেন না।'

অন্যদিকে, নিট কেলেঙ্কারি নিয়ে বিরোধী দলগুলির দীর্ঘদিনের দাবির মুখে নতিস্বীকার করে সংসদে আলোচনায় সম্মত হয়েছে কেন্দ্র। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'পড়ুয়ারাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সংসদে আমরা বিস্তারিত আলোচনা চাই।' তবে আলোচনার আশ্বাস মিললেও ক্ষোভ কমেনি বিরোধী শিবিরে। বুধবার অধিবেশন শুরুর আগে সংসদের বাইরে একযোগে বিক্ষোভে নামেন বিরোধী সাংসদরা। রাহুল গান্ধি, অখিলেশ যাদব, সৌগত রায়দের মতো বর্ষীয়ান নেতাদের পরনে ছিল কালো পোশাক, হাতে প্ল্যাকার্ড। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবিলম্ব ইস্তফার দাবি তোলেন তাঁরা। অন্যদিকে, দিল্লির রাজপথে নিরস্ত্র পড়ুয়াদের ওপর পুলিশের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, অহিংস আন্দোলন দমন করতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী নামানো হয়েছিল। লাঠিচার্জের জেরে পড়ুয়াদের পাশাপাশি আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন আইনজীবীও।

জবাব চাইল দিল্লি হাইকোর্ট

■ ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ ভবন অভিযানে ব্যাপক লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে পুলিশ। মহিলা আন্দোলনকারীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করল দিল্লি হাইকোর্ট। বুধবার উচ্চ আদালত রিপোর্ট তলব করেছে দিল্লি পুলিশের কাছে। কেন্দ্রের কাছেও রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। সঙ্গে দিল্লি আদালতের নির্দেশ, গোটা ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ এবং অন্যান্য ভিডিও সংরক্ষণ করতে হবে।

সুড়ঙ্গে মৃত বেড়ে ২০, ক্ষতিপূরণ ঘোষণা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিকিমে নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে আচমকা বিস্ফোরণে মৃত্যুমিছিল। যত সময় এগোচ্ছে, মৃতের সংখ্যা ততই বাড়ছে। সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, জল-কাদায় ভরা সুরঙ্গে উদ্ধারকাজ রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এনডিআরএফের সদস্যদের কাছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধারকাজে নেমে সুড়ঙ্গের ভিতরে আরও পাঁচ-ছ'জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে, তবে তাদের বের করা এখনও সম্ভব হয়নি। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২০ বলে মনে করছে সিকিম প্রশাসন। এদিকে সিকিমে টানেল বিপর্যয়ে বাংলার শ্রমিক মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী। নিহত রাজ্যবাসীদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা এবং একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী এ কথা জানান। এছাড়াও সার্বিক পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে তিনি রাজ্যের ২ বিধায়ককে অবিলম্বে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে ইতিমধ্যেই উদ্ধারকাজের তদারকি করতে সিকিমে পৌঁছেছেন তাঁরা। রাজ্যের দুই প্রান্তের এমন জোড়া বিপর্যয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 21/07/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17665 নং এফিডেভিট বলে আমি Seikh Mahiuddin S/o. Abdul Samad Seikh (old name), R/o. Balighara, Bhanderhati, Dhaniakhali, Hooghly-712301, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Seikh Mahiuddin S/o. Abdul Samad Seikh নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Mahinuddin S/o. Abdul Samad (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sekh Mahinuddin S/o. Abdul Samad & Seikh Mahiuddin S/o. Abdul Samad Seikh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12107 নং এফিডেভিট বলে আমি Ajay Kumar Shukla S/o. Haushila Prasad Shukla ও Ajoy Kr. Shukla S/o. H. P. Shukla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12444 নং এফিডেভিট বলে আমি Sushanta Barui S/o. Mahadeb Barui ও Susanta Barui S/o. M Barui সাং ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12105 নং এফিডেভিট বলে আমি Swapan Kole S/o. Dulal Kole ও Swapan Kr Koley S/o. D. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/07/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 30 নং এফিডেভিট বলে আমি Preetam Gourangalal Saha ও Preetam Saha S/o. Gourangalal Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/06/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 136 নং এফিডেভিট বলে আমি Faridul Haque Mondal S/o. Mojammel Haque ও Faridul Haque S/o. Mojammel সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/07/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 12109 নং এফিডেভিট বলে আমি Tapan Harizon S/o. Dilip Harijan ও Tapan Harijan S/o. Dilip Harizon সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **ARVIND SINGH** S/O Jawahar Lal Mahato residing at Darbar Road, Chakla West Maath, Jetia, P.O.- Chandua, Dist.- North 24 Parganas, PIN-743145 do hereby declare vide affidavit serial no. 152 dated 13.05.2026 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my actual and correct name with surname is ARVIND SINGH S/O Jawahar Lal Mahato but inadvertently my name with surname has been recorded as ARVIND KUMAR MAHATO S/O Jawahar Lal Mahato in my Ration, Aadhaar, PAN, Voter Card and Driving Licence. ARVIND SINGH and ARVIND KUMAR MAHATO i.e. myself am the same and one identical person.

নাম-পদবি পরিবর্তন

আমি, **Barnali Mandal,** W/o. Sujay Kumar Pradhan, D/o. Guruprasad Mandal, নিবাস গ্রাম-মির্জাপুর, পোস্ট-গাজিপুর, থানা-দাঁতন, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে আমার বিবাহের পর আমার পদবি **Mandal** থেকে **Mandal Pradhan** হয়ে আমার নাম হয় **Barnali Mandal Pradhan**। মহামান্য প্রথম শ্রেনী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, দাঁতন, পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতের ৫৫৪১নং এফিডেভিট, তাং ১৪.০৭.২০২৬ মূলে আমি **Barnali Mandal Pradhan,** W/o. Sujay Kumar Pradhan পরিবর্তে **Barnali Mandal**, W/o. Sujay Kumar Pradhan নামে পরিচিত হলাম। **Barnali Mandal,** W/o. Sujay Kumar Pradhan ও **Barnali Mandal Pradhan,** W/o. Sujay Kumar Pradhan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **SUMAN KARSARMA,** son of Sri Biswanath Karsarma, a permanent resident of Ramakrishna Math, Belur, P.O. Belur Math, P.S. Bally, Dist. Howrah, West Bengal -711202, henceforth, vide an Affidavit No.18229 dated 11.06.2026, sworn before the Executive Magistrate I-Class, Howrah, shall be known as **SWAMI PURNAPRAJNANANDA.**

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld. District Delegate, Paschim Medinipur
L.A.D. Case No- 06/2024

Biswanath Besra ..... Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী দাখিলী অত্র মোকর্দ্দমায় **বিশ্বনাথ বেসরার** পক্ষে স্বর্গীয় **গোপীনাথ বাসকে** তাহার জীবদ্দশায় যে তপশীল সম্পত্তি যে রেজিষ্ট্রিকৃত চরম উইল করিয়া গিয়াছেন। যাহার নং ১৯২৬ তাং ২৮.০৪.১৯৯৫ তাহা **Probate** এর নিমিত্ত উপরোক্ত দরখাস্তকারীর অত্র হুজুর আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমার আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তকারীর উপরোক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোনো আপত্তি থাকিলে আপনারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইবার 31/08/26 দিনের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

Schedule of Property (Lot-1)

Dist- Paschim Medinipur, P.S.- Kotwali, Mouza No- 1934, J.L.NO- 267, Mouza- Pachara, Khatian No- 76, Plot No-828, Area-50 dec, Nature- Jal, Plot No-828/ 964, Area- 37 dec.

Total Area- 87 dec.

আদেশ অনুসারে
বরুন কুমার সাঁতরা, সেরেস্তার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
পশ্চিম মেদিনীপুর। 20/4/26

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩শে জুলাই। ৬ই শ্রাবণ। বৃহস্পতি বার। নবমী তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র দশা, বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে। ছলনাময়ী নারী কে চিনতে হবে । আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(লোকমান্য বালগঙ্গা ধর তিলকের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।
দেশপ্রেমিক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত র প্রয়াণ দিবস।
শুভ তিথি সুতহিবুক যোগে বিবাহ।)

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জানানো যাইতেছে যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার বাজিতপুর গ্রামের **মদন গোপাল সরকার, স্বপন সরকার, দীপক সরকার, সৌমেন সরকার** সকলের পিতা নারায়ণ চন্দ্র সরকার ডোমকল রেজিস্টিকৃত অফিসে iv-1 তাং10/01/1995 iv-5 তাং 25/01/1995 দুটি পাওয়ার নামা মূলে **চাহাতন বিবি** স্বামী মজিদ মন্ডল 2/**শহিদুল মন্ডল** 3/**শরিফুল মন্ডল** পিতা আব্দুল মজিদ সাং রমনা শেখপাড়া থানা ডোমকল জেলা মুর্শিদাবাদ এই তিন ব্যক্তি কে যথাক্রমে i-2559 তাং 28/02/2003, i-2347 তাং19/04/2000 , i-1439তাং25/02/2002, i-2919 তাং 31/05/1999 সম্প্রতি বিক্রয় করিয়াছেন মৌজা শম্ভনগর জে,এল, নং 13 হাল খতিয়ান 116 সাবেক দাগ নং 106 হাল দাগ 129 দলিলের মালিক ডোমকল BL&LRO অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে ১মাসের মধ্যে ডোমকল BL&RO আপত্তি জানাবেন অন্যথায় দলিল মূলে রেকর্ড হইয়া যাইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমি শ্রীমতি আচেদা বিবি, স্বামী-ইয়াকুব, গ্রাম-সিলুরি, থানা-কেতুগ্রাম, জেলা-পূর্ব বর্ধমান-এর বাসিন্দা, আমার মালিকানাধীন একটি সম্পত্তির মূল দলিল হারিয়ে ফেলেছি। সম্পত্তিটির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **জেলা-পূর্ব বর্ধমান, থানা-কেতুগ্রাম, মৌজা-সিরুলি, জে.এল. নং-১১২, এল.আর. দাগ নং-৬৪৭, এল.আর. খতিয়ান নং-১৩৬৬, সিতাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত ডি.এস.আর. বর্ধমান ও এ.ডি.এস.আর. কেতুগ্রাম-এর এখতিয়ারভুক্ত। হারানো দলিলটির বিবরণ ঃ ২০১৬ সালের দলিল নং-২৩২২, এ.ডি.এস.আর. কেতুগ্রাম-এ নিবন্ধিত বুক নং-১, ভলিউম নং-২১৩, পৃষ্ঠা ৫৩৯২৯ থেকে ৫৩৯৬০।** উক্ত দলিল হারানোর বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে কেতুগ্রাম থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জি.ডি.) করেছি, জি.ডি.ই. নং-৭৯১, **তারিখ-১৪.০৭.২০২৬**। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করে তা ফেরত দেওয়ার অনুরোধ করছি। দলিলটি ফেরত পাওয়া গেলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

উপরে উল্লিখিত ব্যক্তির অনুমতিক্রমে- **শান্তনু নন্দী**
অ্যাডভোকেট
জেলা জজ আদালত, হুগলি
মো-৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

আম মোক্তারনামা

আমি সুমন কুমার দাস শক্তিপুর ADSR অফিসে ইং ৩০/০৯/২০২৪ তারিখে 5874 নম্বর আম মোক্তারনামা দলিল সূত্রে 97 নম্বর মৌজায় খতিয়ান L.R. 331 দাগ নং ৫৪৬, ৬৮০, ৭১৪, ১১২০, ১৩১৫, ১৭৭২ মোট ১০.২৩৮৭ শতক পুকুর খরিদ করিয়াছি। মিউটেশনের জন্য শক্তিপুর B.L. @ L.R.O. অফিসে আবেদন করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে আজ থেকে ২১ দিনের মধ্যে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে উক্ত অফিসে জানাইবেন। অন্যথায় পরে কাহারও কোনো দাবি গ্রাহ্য হইবে না।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৩ সালের ৩৩ নং এ্যাক্ট ৩৯ কেস (লেটারস্ অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন)

১। শ্রীমতী কেকা চক্রবর্ত্তী স্বামী ৺মলয় কুমার চক্রবর্ত্তী **২। শ্রী অঙ্কুশ চক্রবর্ত্তী**, পিতা মলয় কুমার চক্রবর্ত্তী সর্ব্ব সাং - বাকুলিয়া জ্যোতনারায়ন, থানা বলাগড় জেলা - হুগলী।

.... দরখাস্তকারী।

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উক্ত দরখাস্তকারীগণ **মায়া রানী চক্রবর্ত্তী ওরফে মায়া চক্রবর্ত্তীর** ত্যক্ত উইলের লেটারস্ অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান পাইবার নিমিত্তে জেলা হুগলী থানা বলাগড় জ্যোতনারায়ন মৌজার ১৭৯ দাগের ১১ শতক বাস্তু ও দ্বিতল পাকা গৃহাদি লইয়া উপরোক্ত কেস দাখিল করিয়াছেন। উক্ত উইলের লেটারস্ অফ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের বিরুদ্ধে কাহারো আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত কাহারো দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানী হইয়া আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

দরখাস্তকারীগণের পক্ষে
শ্রী অশোককুমার ব্যানার্জী, আইনজীবী।
আদালতের আদেশানুসারে –
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)**শ্রী রামচন্দ্র দত্ত,** পিতা ৺বসন্ত কুমার দত্ত, সাকিম শুভপল্লী কারবালা, চুঁচুড়া, হুগলী, ২)**শ্রী গৌতম কুমার ঘোষ,** পিতা শ্রী অবনী কুমার ঘোষ, সাকিম গোয়ালটুলী, চুঁচুড়া, হুগলী, ২নং বিক্রেতার পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার **শ্রী সমর কুমার ঘোষ,** পিতা ৺চারুচন্দ্র ঘোষ, সাকিম গোয়ালটুলী, চুঁচুড়া, হুগলী, ৩)**শ্রী সাধন দে,** ৺ব্রজনাথ দে, সাকিম রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী, ৪)**শ্রী সুনীল বিশ্বাস,** পিতা শ্রী মনোমোহন বিশ্বাস, সাকিম রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী, বিক্রেতাগণ যৌথ ভাবে তাহাদের নিম্ন তপশীলভুক্ত ২ কাঠা ১০ ছটাক ২২ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইংরাজী ১৮/০৪/১৯৮৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-1406/1989 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)**ডাঃ ভক্তপদ সোরেন,** পিতা ৺সনাতন সোরেন, ২)**শ্রীমতী সবিতা সোরেন,** স্বামী ডাঃ ভক্তপদ সোরেন, উভয়ের সাকিম ৪২ পিয়ার্স রোড, লিলুয়া রেলওয়ে কলোনী, হাওড়া, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয়কে বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, ক্রেতাদ্বয় তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নামপত্তন করিবার পূর্বেই **ডাঃ ভক্তপদ সোরেন** মহাশয় পরলোক গমন করেন এবং বর্তমান শরিকদ্বয় (being Heirship Certificate Memo No. JM/W-04/75/2024 dated 01/10/2024) তাহার স্ত্রী **শ্রীমতী সবিতা সোরেন** ও তাহাদের একমাত্র পুত্র **শ্রী অনল সোরেন** উক্ত সম্পত্তির অধিকারী/অধিকারিনী হন।তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কানাগড়, জে.এল. নং ১৩, আর.এস. ২৪২ নং তথা হাল এল.আর. ৫৩ নং কৃষি খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৩১৬ তথা হাল এল.আর. ৩৯১ নং দাগে শালি জমি ২ কাঠা ১০ ছটাক ২২ বর্গফুট অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান শরিকগণ ১)**শ্রীমতী সবিতা সোরেন** স্বামী ৺ডাঃ ভক্তপদ সোরেন ও ২) **শ্রী অনল সোরেন** পিতা ৺ডাঃ ভক্তপদ সোরেন, তাহাদের প্রাপ্ত অংশ নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও., মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),
চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দীর্ঘ সাত মাস পর খুলছে বালির মহাদেব জুটমিল, কাজে ফিরছেন ৮৫০ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার তিনমাসের মধ্যেই একের পর বন্ধ হওয়া জুটমিল চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্যের শ্রম দপ্তর। দপ্তরে মন্ত্রী অর্জুন সিং রাজ্যে বন্ধ হয়ে থাকা জুটমিলগুলি পুনরায় চালু করার বিষয়ে দ্রুত ও সদর্থক পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছেন, সেই উদ্যোগের মধ্যেই এবার দীর্ঘ সাত মাসের অচলাবস্থার অবসান ঘটতে চলেছে হাওড়ার মহাদেব জুটমিলে। হাওড়ার বালিতে অবস্থিত মহাদেব জুট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আগামী ২৫ জুলাই থেকে ফের উৎপাদন শুরু করবে। বুধবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং, প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, শ্রমসচিব রচনা ভগত, বিশেষ শ্রম কমিশনার আশিস সরকার, হাওড়ার ডেপুটি শ্রম কমিশনার সুমন্ত রায় এবং মিলের তিনটি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

এদিনের আলোচনায় মিলের দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। তবে বৈঠক শেষে সিদ্ধান্ত হয়, আগামী ২৫ জুলাই থেকে মহাদেব জুটমিল পুনরায় চালু হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, সব পক্ষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের পথ বের করা হয়েছে। ২৫ জুলাই থেকে মিল খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৮৫০ জন শ্রমিক আবার কাজে ফিরতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর থেকে মহাদেব জুটমিল বন্ধ ছিল। মিল চালু হওয়ার সিদ্ধান্তে দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তায় থাকা শত শত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

কাঁচরাপাড়ার জোনপুরে আন্তর্জাতিক মানের মাঠ গড়ে তোলা হবে: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : কাঁচরাপাড়ার জোনপুরে আন্তর্জাতিক মানের খেলার মাঠ গড়ে তোলা হবে। বুধবার জোনপুর স্টেডিয়ামের সংস্কার-সহ সাজঘর নির্মাণের ভিত-পুজোয় অংশ নিয়ে এমনটাই জানালেন বীজপুরের তরুণ বিধায়ক সুদীপ্ত দাস। এদিন তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, বামআমলে স্টেডিয়াম হওয়ার কথা ছিল। তৃণমূল জমানায় ফলক লাগল। তাই এবার শিলান্যাসের বদলে ভিত-পুজো করা হল। সুদীপ্তের দাবি, সাজঘর নির্মাণের পাশাপাশি এখানে আন্তর্জাতিক মানের খেলার মাঠ গড়ে তোলা হবে। মাঠ দেখভালের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটিতে ঠাঁই পাবেন প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা। সুদীপ্তের আশা, এই মাঠ থেকেই আগামীদিনে একঝাঁক উদীয়মান খেলোয়াড় তৈরি হবে। বীজপুরের বিধায়ক জানান, সাজঘর নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই সরকারের তরফে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে মাঠের আয়তন যাতে না কমে, সেদিকে নজর রেখেই মাঠ ঠিক রেখে চারদিকে গ্যালারি করা হবে। সরকারের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুদীপ্ত পরিবেশ বদলের ডাক দিলেন। সুদীপ্তের কথায়, বীজপুরের পরিবেশ আগে বদলাতে হবে। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে বদলাতে হবে। এখানে ঘটা করে শিলান্যাস করা যেত কিংবা ফলক বসানো যেত। কিন্তু এই রীতির পরিবর্তন করা দরকার। তাই এদিন ভিত-পুজোর মাধ্যমে কাজ শুরু হল।

১৬ হাজার নতুন কনস্টেবল নিয়োগ, '১১২' ডায়ালে জরুরি পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য পুলিশের পরিকাঠামো উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি এবং আধুনিকীকরণে একগুচ্ছ পদক্ষেপের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে তিনি জানান, দুর্গাপুজোর আগেই ১৬ হাজার নতুন কনস্টেবল কাজে যোগ দেবেন। পাশাপাশি আরও তিন হাজার পুলিশকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াও শুরু হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রতিটি থানায় মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরও মহিলা পুলিশকর্মী নিয়োগ করা হবে। ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় জেলা স্তরে সাইবার সেলকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। জরুরি পুলিশি পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দিতে মহালয়ার দিন থেকে '১১২' সমন্বিত জরুরি পরিষেবা চালুরও ঘোষণা করেন তিনি। তাঁর দাবি, বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছতে গড়ে তিন ঘণ্টা সময় নিচ্ছে। নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি এলাকায় একাধিক পেট্রোলিং গাড়ি মোতায়েন করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশি সাড়া নিশ্চিত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

পুলিশকর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে গুজরাতের রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়, বিএসএফের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক, উপকূল পুলিশকে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক পুলিশি পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজও জোরকদমে চলছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

বেআইনি অর্থ দাবির অভিযোগ জানাতে চালু হবে হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষ বা বেআইনি অর্থ দাবির অভিযোগ জানাতে চালু হচ্ছে পৃথক ডেডিকেটেড হেল্পলাইন। বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন, আগামী দু-এক দিনের মধ্যেই এই হেল্পলাইন নম্বর প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি ভবানী ভবনে অত্যাধুনিক কন্ট্রোল রুমও গড়ে তোলা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তায় বা থানায় কোনও পুলিশকর্মী যদি কারও কাছে অর্থ দাবি করেন, অথবা কয়লা, বালি, পশু, সুপারি-সহ যে কোনও ধরনের অবৈধ কারবারের খবর থাকলে সাধারণ মানুষ সরাসরি ওই হেল্পলাইনে অভিযোগ জানাতে পারবেন। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভবানী ভবনের কন্ট্রোল রুম থেকে তার উপর নজরদারি চালানো হবে।

তিনি জানান, স্বাস্থ্য দপ্তরের আদলে ট্রাফিক ও পুলিশ প্রশাসনের জন্যও পৃথক কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে অভিযোগ উঠলেই তা কলকাতায় বসেই পর্যবেক্ষণ করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নো সুপারি, নো পশু, নো কয়লা, নো বালি, নো পাথর; কোনও বেআইনি কারবারই আর বরদাস্ত করা হবে না।

পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে বিধানসভায় সংশোধনী বিল আনার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পঞ্চায়েতে প্রশাসনিক অচলাবস্থা এড়াতে নির্বাচিত প্রধানের পাশাপাশি সরকারি সচিবদের হাতে আরও বেশি প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে খুব শীঘ্রই বিধানসভায় একটি সংশোধনী বিল আনা হবে। বুধবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রের খবর, প্রস্তাবিত সংশোধনের ফলে পঞ্চায়েতের দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজকর্মে সচিবদের ভূমিকা আরও বাড়বে। সরকারের মতে, কোনও কারণে প্রধান বা নির্বাচিত বোর্ডের কার্যক্রম ব্যাহত হলেও যাতে সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ না হয় এবং উন্নয়নমূলক কাজ আটকে না থাকে, সেই লক্ষ্যেই এই আইনি পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সংশোধনী বিলের খসড়া অনুমোদিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই তা বিধানসভায় পেশ করা হবে। বিলটি পাশ হলে পঞ্চায়েত প্রশাসনে সচিবদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধির আইনি ভিত্তি তৈরি হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে পঞ্চায়েত স্তরে পরিষেবা প্রদান আরও দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন হবে এবং সাধারণ মানুষকে প্রশাসনিক জটিলতার মুখে পড়তে হবে না।

স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক নয়, আগামী বছর থেকে মাসে মাসে বিদ্যুতের বিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্হস্থ্য গ্রাহকদের জন্য স্মার্টমিটার বসানো বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার। একই সঙ্গে আগামী বছরের জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার গ্রাহকদের তিনমাস অন্তর বিলের পরিবর্তে প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার বিধানসভায় বিদ্যুৎ দপ্তরের বাজেটের জবাবি ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র সরকার গার্হস্থ্য গ্রাহকদের ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক করেনি। পশ্চিমবঙ্গেও কোনও গ্রাহককে বাধ্য করে স্মার্ট মিটার বসানো হবে না। একই সঙ্গে গ্রাহক পরিষেবা উন্নত করতে একাধিক পদক্ষেপের ঘোষণা করেন তিনি। জানুয়ারি থেকে ত্রৈমাসিক বিলের পরিবর্তে মাসিক বিল দেওয়া হবে। গ্রামীণ এলাকায় নাইট মোবাইল ভ্যানের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে এবং গ্রাহকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে কর্মীর সংখ্যাও বাড়ানো হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে বিল সংক্রান্ত অসুবিধা কমবে এবং গ্রাহক পরিষেবা আরও সহজ ও স্বচ্ছ হবে।

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভের প্রতিবাদে বুধবার মৌলালিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিজেপির উত্তর কলকাতা জেলা শাখা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ। বিক্ষোভের পর তমোঘ্ন ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে কংগ্রেসের কর্মসূচি নিরাপত্তার লঙ্ঘনের সামিল। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বাসভবন পর্যন্ত বিক্ষোভ নিয়ে যাওয়ার এই প্রবণতা গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে অশোভন ও নিন্দনীয়। এই ঘটনার প্রতিবাদেই বিজেপির পক্ষ থেকে এদিনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ সাফাইকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রতিদিন সূর্য উঠতেই পুর অঞ্চলের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বাঁশি বাজিয়ে ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করেন পানিহাটি পুরসভার নির্মল বন্ধুরা। উক্ত কাজে নিযুক্ত আছেন পুরসভার প্রায় ৩০০ জন সাফাই কর্মী। অভিযোগ, গত তিনমাস ধরে নির্মল বন্ধুদের বেতন বন্ধ। বকেয়া বেতন মেটানোর ক্ষেত্রে পুর কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। তাই বাধ্য হয়েই বুধবার পুরসভার গেট বন্ধ করে বাঁশি বাজিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন নির্মল বন্ধুরা। বিক্ষোভকারীদের হুঁশিয়ারি, বকেয়া বেতন না মিললে ভ্যানে করে ময়লা এনে পুরসভার চারটে গেট অবরুদ্ধ করে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

রথে শিকল টেনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আজও বারুইপুরে ঘোরে ৩৫০ বছরের ইতিহাস

দেবাশিস সেনগুপ্ত

সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছু, কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের ঐতিহ্যবাহী রায়চৌধুরী বাড়ির রথযাত্রা আজও বহন করে চলেছে কয়েক শতকের ইতিহাস। প্রায় সাড়ে তিনশো বছরের পুরনো এই রথ শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, বারুইপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জনশ্রুতি, জমিদার রাজবল্লভ রায়চৌধুরী জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর রাজবাড়িতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শুরু করেন রথযাত্রা। সেই সময় সাধারণ মানুষের পক্ষে পুরীতে গিয়ে রথদর্শন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই স্থানীয় মানুষদের জন্যই শুরু হয়েছিল এই উৎসব। সম্পূর্ণ নিমকাঠ দিয়ে তৈরি রথটির ১২টি কাঠের চাকা আজও অক্ষত রয়েছে, যা এই ঐতিহ্যের অন্যতম বিস্ময়।

এই রথযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের মহারথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামও। ১৮৬৫-৬৬ সালে বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকার সময় তিনি এই রথযাত্রার সাক্ষী ছিলেন। স্থানীয়দের বিশ্বাস, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়া যে ঐতিহাসিক লোহার শিকল দিয়ে রথ টানা হত, সেই শিকলে হাত রেখে রথ টেনেছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। আজও রথযাত্রার দিন ভোর থেকে বারুইপুরের রাসমাঠে মানুষের ঢল নামে। বহু ভক্ত ও দর্শনার্থী শুধু রথের দড়ি টানতেই নয়, সেই ঐতিহাসিক শিকলটি একবার ছুঁয়ে দেখার আশায় ভিড় জমান। রথকে কেন্দ্র করে বসে প্রায় এক মাসের মেলা, যেখানে গৃহস্থালির সামগ্রী থেকে খাবারের স্টল, নাগরদোলা থেকে নানা বিনোদনের আয়োজন, সব মিলিয়ে উৎসবের আবহে মেতে ওঠে গোটা এলাকা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৩ জুলাই ২০২৬, ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার

কলকাতায় ফুটপাত দখলে কড়া বার্তা

২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোকান এক সারিতে আনার নির্দেশ পুরমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ফুটপাত দখল নিয়ে এবার আরও কড়া অবস্থান নিল রাজ্য সরকার। বুধবার সকালে কলেজ স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, নিউ মার্কেট এবং সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এলাকায় আচমকা পরিদর্শনে যান পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় ফুটপাতের উপর একাধিক সারিতে দোকান বসতে দেখে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সেখানে দোকানদারদের উদ্দেশে মন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন, দুই-তিন সারিতে দোকান বসানো যাবে না। এক লাইনে ব্যবসা করতে হবে। পথচারীদের চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রাখতেই হবে। বুধবারের পরিদর্শনের সময় তিনি এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং নাগরিক পরিষেবার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন। বিশেষ করে ফুটপাত দখলের কারণে সাধারণ মানুষের চলাচলে যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তা নিয়েই এদিন বেশি গুরুত্ব দেন তিনি।

এরপর সেখানে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দোকানগুলি এক লাইনে আনার ব্যবস্থা করুন। মানুষের হাঁটার জায়গা দখল করে ব্যবসা চলতে পারে না।

তবে একইসঙ্গে হকারদের জন্য আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, পুজোর আগে কোনও উচ্ছেদ অভিযান হবে না। কিন্তু ফুটপাত সম্পূর্ণ দখল করে ব্যবসা করারও অনুমতি দেওয়া হবে না। বুধবারের পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে, পুরসভার শীর্ষ আধিকারিক এবং পুলিশ কর্তারা।

এদিন কলেজ স্ট্রিটের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার কথাও জনসমক্ষে তুলে ধরেন পুরমন্ত্রী। তিনি বলেন, কলেজ স্ট্রিটকে আরও পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হবে। কয়েকটি রাস্তা 'নো ভেহিকল জোন' হিসেবে চিহ্নিত করার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র সাইকেল চলাচল করবে। তবে গোটা কলেজ স্ট্রিট যানবাহনমুক্ত করা হচ্ছে না, কারণ এলাকায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

এছাড়া বইপাড়ার ঐতিহ্য বজায় রাখতে বইয়ের দোকানগুলিকে আরও সুসংগঠিত করার পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। অন্য ধরনের দোকান যাতে সেখানে না বাড়ে, সেদিকেও নজর রাখা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন পুরমন্ত্রী।

আট দফা দাবি নিয়ে পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বাসমালিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বেসরকারি বাস ও মিনিবাস শিল্পের দীর্ঘদিনের সমস্যা নিয়ে পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং-এর সঙ্গে বৈঠকে বসল অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতি। মঙ্গলবার কলকাতায় হওয়া এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৫২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এদিন আলোচনা শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে আট দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপিও মন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বাস মালিকদের সংগঠনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বাড়তে থাকা জ্বালানির দাম, যন্ত্রাংশের মূল্যবৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচের জেরে বেসরকারি বাস শিল্প গভীর সংকটে পড়েছে। করোনার পর থেকে বাসভাড়া আর বাড়েনি। ফলে চলতি বাজারে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, বেসরকারি পরিবহণ শিল্পের সমস্যা অনেক দিনের। তাই পরিবহণমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের পথ খুঁজতে আমরা একাধিকবার সময় চেয়েছিলাম। এবার প্রথমবার তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আমাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। সরকার এখনও নতুন, তাই আমরা আশা করছি আমাদের দাবিগুলির ইতিবাচক সমাধান হবে। এই বৈঠকে সংগঠনের পক্ষ থেকে বাসভাড়া পুনর্নির্ধারণের দাবি জানানো হয়। তাদের বক্তব্য, ডিজেলের দাম ছাড়াও ইঞ্জিন অয়েল, টায়ার, টিউব, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, মেরামতির খরচ এবং বাস বডি তৈরির ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে নতুন ভাড়ার কাঠামো ঘোষণা করার আবেদন জানানো হয়েছে।

এছাড়া যাত্রীবাহী গাড়ির ডিজেলে জিএসটি চালু ও সেস কমানোর দাবি তোলা হয়েছে, যাতে পরিবহণ ব্যবসার ব্যয় কিছুটা কমে। একইভাবে রাজ্যজুড়ে অবৈধভাবে চলা অটো, ই-রিকশা, টোটো এবং মোটরচালিত ভ্যানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছে সংগঠন। তাদের দাবি, অবৈধ ইঞ্জিন ভ্যান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হোক। এদিনের স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে, ওড়িশার মতো পশ্চিমবঙ্গেও স্টেজ ক্যারেজ বাস ও মিনিবাসের জন্য নির্দিষ্ট মাসিক এককালীন টোল চালু করা উচিত। একই সঙ্গে শুধুমাত্র জরিমানার উপর জোর না দিয়ে, ট্রাফিক নিয়ম মেনে যাতে নির্বিঘ্নে বাস চলতে পারে, সেই পরিবেশ গড়ে তোলারও আবেদন জানানো হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এদিন উত্তরবঙ্গের বাস মালিকদের সমস্যার কথাও তুলে ধরা হয় বৈঠকে। দার্জিলিং জেলার সমতল এলাকার বাস মালিকদের পারমিট নবীকরণ ও ফিটনেস সংক্রান্ত কাজের জন্য বারবার কলকাতায় আসতে হয়। এই পরিষেবাগুলি শিলিগুড়ির আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর থেকেই করার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়া শহর, শহরতলি, রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কে বেআইনি দখলদারির কারণে যানজট ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে বলে অভিযোগ তুলে দ্রুত রাস্তা দখলমুক্ত করার আবেদনও জানিয়েছে অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতি।

পুর-মানচিত্রে আসছে বদল, ১৪৪ থেকে বেড়ে ২০০ হচ্ছে কলকাতার ওয়ার্ড সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার পুরসভার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক মানচিত্রে আসতে চলেছে বড়সড় পরিবর্তন। দীর্ঘ কয়েক দশকের পুরনো ওয়ার্ড বিন্যাস ভেঙে নতুন করে সাজানো হচ্ছে তিলোত্তমাকে। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, বর্তমান ১৪৪টি ওয়ার্ডের সংখ্যা এক ধাক্কায় বাড়িয়ে ২০০ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন। পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে এই প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। সেখান থেকে সবুজ সঙ্কেত মিললেই বদলে যাবে শহরের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমীকরণ।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, দক্ষিণ ও পূর্ব কলকাতার যে ওয়ার্ডগুলিতে ভোটারের চাপ অত্যাধিক, মূলত সেগুলি ভেঙে একাধিক নতুন ওয়ার্ড তৈরির প্রস্তাব রয়েছে। সবচেয়ে বড় কোপ পড়তে চলেছে শাসকদলের হেভিওয়েট নেতাদের ওয়ার্ডে। যেমন, এই তালিকায় রয়েছে ৬৬ নম্বর ওয়ার্ড। যা প্রাক্তন মন্ত্রী জাভেদ খানের খাসতালুক বলে পরিচিত তপসিয়া-তিলজলা এলাকার এই ওয়ার্ডে বর্তমানে ভোটার প্রায় ৮৪ হাজার। শহরের সবচেয়ে বেশি ভোটার থাকা এই ওয়ার্ডটিকে ভেঙে ৫টি টুকরো করা হতে পারে। সঙ্গে থাকছে ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডও। এন্টালির বর্তমান বিধায়ক সন্দীপন সাহার পুরনো এই ওয়ার্ডের (প্রায় ৬৫ হাজার ভোটার) ক্ষেত্রেও একই নিয়ম খাটছে। এটি ৪ ভাগে বিভক্ত হওয়ার পথে। এই তালিকায় রয়েছে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ৮২ নম্বর এবং প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তারক সিংয়ের ১১৮ নম্বর ওয়ার্ড। এই দুই ওয়ার্ডকে দু'টি করে ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব রয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ভবানীপুরের ৭৭ নম্বর (প্রায় ৩৩ হাজার ভোটার) এবং যাদবপুরের ৯৬ ও ৯৭ নম্বর ওয়ার্ডকেও দু'ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ৭১ ও ৭৪ নম্বর ওয়ার্ডের পরিধিও কমানো হচ্ছে।

তবে উত্তর কলকাতার ক্ষেত্রে চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে ভোটার সংখ্যা তলানিতে ঠেকায় প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে একাধিক ছোট ওয়ার্ডকে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন, বিজেপির প্রবীণ নেত্রী তথা প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনাদেবী পুরোহিতের ২২ নম্বর (প্রায় ৭ হাজার ভোটার) এবং বিজয় ওঝার ২৩ নম্বর ওয়ার্ড (প্রায় ৬ হাজার ভোটার) মিলিয়ে একটি নতুন ওয়ার্ড গঠিত হবে। এর পাশাপাশি প্রাক্তন কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠকের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডেও ভোটার সংখ্যা মাত্র ৬ হাজারের কাছাকাছি। এটিকেও পার্শ্ববর্তী অন্য ওয়ার্ডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কিছু ওয়ার্ডের সীমানা যেমন কমছে, তেমনই কিছু ওয়ার্ডের আয়তন বাড়ছে। পার্কস্ট্রিট ও শেক্সপিয়র সরণি নিয়ে গঠিত ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড এবং প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পরিধি বাড়িয়ে নতুন এলাকা ও ভোটার যুক্ত করার কথা ভাবা হয়েছে বলে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর। তবে এই বিপুল রদবদলের মাঝেও বদলাচ্ছে না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হোম ওয়ার্ড'। কালীঘাট সংলগ্ন ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রাখা হচ্ছে। একইভাবে, দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর তথা বর্তমান সাংসদ মালা রায়ের ৮৮ নম্বর ওয়ার্ডেও কোনও কাঁচি চালানো হচ্ছে না।

এই পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে পুর আধিকারিকদের একাংশ জানান, শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মধ্যে ভোটারের ব্যাপক ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে। উত্তরে যেখানে কোনও ওয়ার্ডে মেরেকেটে ৬-৭ হাজার ভোটার, সেখানে দক্ষিণে তা ছাড়িয়েছে ৮০ হাজার। এই অসামঞ্জস্য দূর করে প্রতিটি ওয়ার্ডের আয়তন ও ভোটারের সংখ্যায় ভারসাম্য আনাই বর্তমান পুর-প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। পাশাপাশি তাঁদের সংযোজন, 'ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সুযোগে শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের সীমানাও নতুন করে খতিয়ে দেখা হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে নাগরিক পরিষেবা প্রদান এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা অনেক বেশি সহজ ও মসৃণ হবে।'

পর্যটন ভিসায় এসে বিদেশি পর্যটকদের দিয়ে মাদক পাচারের কারবার, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পর্যটন ভিসায় এসে বিদেশি পর্যটকদের দিয়ে চলছে মাদক পাচারের কারবার। কলকাতা এসে এমন ঘটনয় কলকাতা পুলিশের এসটিএফের জালে এবার দুই বিদেশিনী। এদের বিরুদ্ধে থাইল্যান্ড থেকে মাদক নিয়ে কলকাতায় হাতবদলের ছক। কলকাতা পুলিশের এসটিএফ সূত্রে খবর, দক্ষিণ কলকাতার হোটেল থেকে মাদক-সহ গ্রেপ্তার করা হয় থাইল্যান্ডের ওই দুই মহিলাকে। এদিকে শহরের একাধিক পার্টিতে 'এমডিএমএ', 'ইয়াবার' মতো মাদক পাচারের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। তবে মাদক কারবারীদের হাতে তুলে দেওয়ার আগেই শুরু হয় ধরপাকড়।

পুলিশ সূত্রে খবর, থাইল্যান্ডের ওই দুই মহিলার নাম সুপওয়াদি সুকুলিয়াত ও সুথুওয়ানা কুট। এই বিদেশি মাদক পাচার করতেই তারা পর্যটন ভিসা নিয়ে ব্যাঙ্কক থেকে বিমানে করে কলকাতায় আসেন। মঙ্গলবার সকালেই তারা কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে আসেন। ভবানীপুরের একটি হোটেলে থাকার ছক কষেছিল ওই দুই বিদেশিনী মাদক পাচারকারী। এদিন সকালে সেখানেই হানা দেন গোয়েন্দারা। দুই বিদেশিনীর পোশাক তল্লাশি করার পর দু'জনের কাছ থেকেই উদ্ধার হয় মাদক 'মলি'। উদ্ধার হওয়া ২০ গ্রাম ওই মাদকের দাম লাখ টাকার উপরে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে এই গ্রেপ্তারির ঘটনায় এসটিএফ সূত্রে দাবি, শহর কলকাতায় 'এমডিএমএ' জাতীয় মাদক পাচারের জন্য আনা হয়েছিল। থাইল্যান্ডের দু'জন মহিলা এই মাদক নিয়ে কলকাতা এসেছিলেন, মাদক কারবারিদের হাতে তুলে দেওয়ার আগেই এসটিএফের জালে ধরা পড়ে যায় ওই দুই অভিযুক্ত মহিলা।

পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের এসটিএফ সূত্রে এও জানানো হয়, সম্প্রতি কলকাতা পুলিশ জানতে পারে শহরের বেশ কিছু পার্টিতে এমডিএমএ, ইয়াবার মতো মাদকের চাহিদা তুঙ্গে। যা মূলত বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই খোঁজ শুরু করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ।

সলপ থেকে উদ্ধার নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে ফের অপহরণের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, জোড়াবাগান এলাকা থেকে এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, গত ১৯ জুলাই বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওই যুবক তার কয়েক জন সঙ্গী-সহ একটি গাড়িতে করে ওই নাবালিকাকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। অপহৃতাকে আটকে রেখে বিয়ের জন্য ক্রমাগত চাপ দেওয়া হতে থাকে বলে অভিযোগ। এদিকে মেয়েকে দীর্ঘক্ষণ খুঁজে না পেয়ে অবশেষে জোড়াবাগান থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। অভিযোগপত্র হাতে পেয়েই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে শুরু হয় জোরদার তল্লাশি। অবশেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হাওড়ার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত সলপ মোড়ের কাছ থেকে অপহৃতা নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় মূল অভিযুক্ত যুবককে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া নাবালিকার ইতিমধ্যে শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। রেকর্ড করা হয়েছে গোপন বয়ানও। সেই বয়ানের ভিত্তিতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৮৭/৩(৫) ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

'যাত্রী সাথী'র সঙ্গে যুক্ত হল 'ভারত ট্যাক্সি', আরও উন্নত পরিষেবার আশ্বাস পরিবহণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব করতে বড় পদক্ষেপ নিল পরিবহণ দপ্তর। এবার 'যাত্রী সাথী' অ্যাপের সঙ্গে 'ভারত ট্যাক্সি'-র পরিষেবাকে একত্রিত করা হয়েছে। এর ফলে এক প্ল্যাটফর্ম থেকেই আরও সহজে ট্যাক্সি পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং। মন্ত্রী আরও জানান, সাধারণ মানুষকে আরও উন্নত ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যেই 'যাত্রী সাথী' এবং 'ভারত ট্যাক্সি'-র বিভিন্ন ফিচার একত্রিত করা হয়েছে। এতে যাত্রীদের পরিষেবা পাওয়া যেমন সহজ হবে, তেমনই পরিষেবার মানও আরও উন্নত হবে।

তিনি বলেন, এই উদ্যোগ শুধু যাত্রীদের জন্যই নয়, চালকদের স্বার্থেও গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা কো-অপারেটিভ সদস্যপদ গ্রহণের সুযোগ পাবেন এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধার আওতায় আসতে পারবেন। পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং আরও জানান, রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করতে সরকার ইতিমধ্যেই বাইক ট্যাক্সি ও অটো পরিষেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। শহর ও জেলার বিভিন্ন এলাকায় সহজ, দ্রুত এবং সাশ্রয়ী গণপরিবহণ পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই পরিবহণ ব্যবস্থায় একের পর এক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত আরও সহজ, নিরাপদ ও উন্নত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

রক্ত পাচার চক্রের খোঁজে আট সদস্যের কমিটি, স্ক্যানারে রাজ্যের সাত বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য থেকে ভিন্‌রাজ্যে রক্ত পাচার চক্রের জাল ঠিক কত দূর ছড়িয়ে রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে এবার তদন্তে স্বাস্থ্য ভবন। সরকারি সূত্রের খবর, বেআইনি এই কারবারের আদ্যোপান্ত জানতে আট সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, রাজ্যের অন্তত সাতটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক এই পাচার চক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

এদিকে সূত্রে খবর, স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত সাতটির মধ্যে চারটি ব্লাড ব্যাঙ্কের যাবতীয় নথি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। বাকি তিনটি ব্লাড ব্যাঙ্ককেও চলতি সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে বলে স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর।

এদিকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের স্পষ্ট নির্দেশিকায় উল্লেখ করা রয়েছে যে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বিপুল পরিমাণ রক্ত বা প্লাজমা পাঠাতে গেলে 'স্টেট ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল' এবং 'ন্যাশনাল ব্লাড ট্রান্সফিউশন কাউন্সিল', এই দু'টি সংস্থারই লিখিত অনুমতি থাকা বাধ্যতামূলক। অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্লাড ব্যাঙ্কগুলি এই সমস্ত নিয়মকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেবলমাত্র বিপুল মুনাফার লোভে ভিন্‌রাজ্যে রক্ত পাচার করে যাচ্ছিল।

তদন্তকারীদের অনুমান, এই চক্রের নেপথ্যে রাজ্য তথা ভিন্‌রাজ্যের প্রভাবশালী কয়েকটি গোষ্ঠী জড়িত থাকতে পারে। সেই বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখবেন তদন্ত কমিটির সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, 'বেশ কিছু অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে কোনও অভিযোগ এলেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তর চূড়ান্ত রায় দিতে পারে না। অভিযোগ আদৌ সঠিক কি না, তা প্রমাণে যথাযথ তদন্তের প্রয়োজন। আপাতত সেই কাজই চলছে।'

ইছাপুর নবাবগঞ্জ গঙ্গার ঘাটে তরুণ-তরুণী তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর নবাবগঞ্জ গঙ্গার ঘাটে সোমবার সন্ধেয় তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল তরুণ-তরুণী। মঙ্গলবার রাতে ওই ঘাটের পাশ থেকে নিখোঁজ যুবক অভিষেক মণ্ডলের দেহ উদ্ধার করে ডুবুরিরা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত হদিশ নেই ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্থিরপাড়া বালক সংঘ মাঠ সংলগ্ন বাসিন্দা ঐন্দ্রিলা কর্মকার। যদিও তরুণ-তরুণীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তিন বন্ধুর বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই ওই দু'জনের তিন বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা কুশল সাউ, আশুতোষ সিং ও দেবাঞ্জন দাস ওরফে নানাই। ধৃত কুশল জগদ্দলের আতপুর বাজার পাড়ার বাসিন্দা। হুগলির উত্তরপাড়ার হিন্দমোটরে বাড়ি আশুতোষের। দেবাঞ্জন নোয়াপাড়ার বাবু কোয়ার্টার এলাকার বাসিন্দা।

ভয় দেখিয়ে তৃণমূলকে স্তব্ধ করা যাবে না, কুণাল-কাণ্ডে সরব অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে মার্শাল দিয়ে বের করে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হল। এই ঘটনার কড়া সমালোচনা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এটি শুধু একজন বিধায়কের অপমান নয়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরও আঘাত। বুধবার বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের আলোচনার সময় বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামান বক্তব্য রাখতে উঠতেই তাঁর মাইকের সামনে গিয়ে দাঁড়ান কুণাল ঘোষ। কুণালের অভিযোগ, আলোচনায় বক্তব্য রাখার জন্য তাঁর নাম থাকলেও তা পরে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই প্রতিবাদ জানাতেই তিনি আসন ছেড়ে সামনে যান।

যদিও এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্পিকার রথীন্দ্র বোস বারবার কুণালকে নিজের আসনে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সতর্ক করা হয়, নির্দেশ না মানলে তাঁকে বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়া হবে। তাতেও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়ায় মার্শাল ডেকে কুণাল ঘোষকে কক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়।

এই ঘটনার পর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির সঙ্গে এ ধরনের আচরণ শুধু তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদার উপর আঘাত নয়, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে, যেখানে ভিন্নমত দমন করাই যেন শাসকদের প্রধান লক্ষ্য। এই প্রবণতা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গণতন্ত্রে শক্তির নয়, যুক্তি ও সহনশীলতারই জয় হওয়া উচিত। বুধবার তৃণমূল নেতার বক্তব্য, ভয় দেখিয়ে বা বলপ্রয়োগ করে তৃণমূল কংগ্রেসকে কখনও স্তব্ধ করা যাবে না। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিটি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমরা আরও দৃঢ়ভাবে এবং আরও ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষের স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাব।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কুণাল ঘোষের আচরণের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, বিধানসভার ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে দেখা যায়নি। আখরুজ্জামানকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করার উদ্দেশ্যেই কুণাল এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই ধরনের আচরণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

একাধিক পুরসভায় আর্থিক দুর্নীতির পর্দাফাঁস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাত : রাজ্যের একাধিক পুরসভায় এবার আর্থিক দুর্নীতির বড়সড় পর্দাফাঁস। অর্থ দপ্তরের 'স্পেশ্যাল অডিট সেল'-এর তদন্তে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য এবার চলে এল জনসমক্ষে। নবান্ন সূত্রের খবর, বিগত তৃণমূল জমানায় পুরসভাগুলিতে টেন্ডার বণ্টন থেকে শুরু করে বিল পাশ, প্রকল্প রূপায়ণ এবং আর্থিক লেনদেনে বিস্তর বেনিয়ম হয়েছে। এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরেই এবার সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।

সূত্রের খবর, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান এবং হুগলি এই জেলাগুলির অন্তত ছ'টির বেশি পুরসভায় দুর্নীতি যে ঘটেছে তার নির্দিষ্ট প্রমাণও মিলেছে। আর তার ওপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি কড়া আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতিও নেওয়া শুরু হয়েছে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রমাণ মিললে দায়ের করা হবে এফআইআর। তদন্তের জাল গুটিয়ে আনতে এবার ডিজিটাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞদেরও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়েছে।

এদিকে প্রশাসনিক স্তরে জানা গিয়েছে, পুরসভা সংক্রান্ত কোনও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে প্রাথমিকভাবে তার তদন্ত করে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্থ 'ডাইরেক্টরেট অফ লোকাল বডিজ'। সেই প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের সারবত্তা মিললে, তারাই অর্থ দপ্তরের 'স্পেশ্যাল অডিট সেল'-এর কাছে বিশেষ অডিটের আবেদন জানায়। সেই প্রক্রিয়ায় তদন্ত নেমেই এই বিপুল দুর্নীতির হদিশ মিলেছে। রাজ্যের আরও কয়েকটি পুরসভাতেও বর্তমানে স্পেশ্যাল অডিট চলছে, যেখান থেকে আগামী দিনে আরও নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, পুরসভার পাশাপাশি, গত সোমবার তৃণমূল জমানায় রাজ্য পুলিশে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রেও একটি বড় অডিটের ঘোষণা করেছে নবান্ন। আগামী ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে রাজ্য পুলিশের কাছে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত রাজ্য পুলিশে যত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হয়েছে, তার সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখবে 'ভারতীয় অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগ'।

সম্পাদকীয়

সরকারি কাজে এবার বাংলাও, মিটল দীর্ঘদিনের চাহিদা

ক্ষমতায় আসার আড়াই মাসের মধ্যে বেশ একটা যুগান্তকারী কাজ করে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেইসঙ্গে ধন্যবাদ দিতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও। তাঁরই অনুরোধে সরকারি কাজে বাংলা ভাষা চালু হল রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি চিঠিপত্র, নোটিস, নথি এবং নাগরিকদের উত্তর মূলত বাংলা ভাষায় দেওয়া হবে। তবে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার পাশাপাশি হিন্দি ভাষাও ব্যবহার করা হবে। একই সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পাঠানো একটি চিঠির প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত দফতর, কার্যালয় এবং সরকারি পরিষেবায় বাংলা ভাষাকেই কার্যকর প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে প্রয়োগ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর পর্যন্ত প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে ফাইল পরিচালনা, নোটিং, দাপ্তরিক চিঠিপত্র এবং সরকারি আদেশ বাংলা ভাষায় করা হবে। এর পাশাপাশি নাগরিক পরিষেবা, ডিজিটাল প্রশাসন, আবেদনপত্র, শংসাপত্র, সরকারি পোর্টাল, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রশিক্ষণ সামগ্রী, সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য সরকারি যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বাংলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পুলিশি পরিষেবায় প্রথম তথ্য বিবরণী, অভিযোগ নথিভুক্তকরণেও বাংলার ব্যবহার বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে সমাজের বিভিন্ন মহল। বাংলা ভাষার গবেষকরা বলছেন, এটি নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। বাংলা ভাষায় যে সরকারি কাজ করা সম্ভব, তা প্রমাণিত হবে। এভাবে বাংলা ভাষার আরও উন্নতি সম্ভব। তবে খেয়াল রাখতে হবে, বাংলা করতে গিয়ে শব্দ বা পরিভাষা যেন অযথা জটিল না হয়ে ওঠে। ইংরেজি থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রে সহজ ও প্রচলিত বাংলা শব্দ ব্যবহার করাই উচিত। তারা বলছেন, মাতৃভাষা দেশের অন্যতম প্রধান সম্পদ। তবে বাংলা ভাষার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষার শিক্ষাও সমানভাবে জরুরি।

শব্দছক ২২৩

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. অত্যন্ত করুণ ৪. পা দিয়ে পান করে যে ৬. মুসলমান সাধু ৭. রসপূর্ণ ৯. কামনা করা ১১. নতুন ১৪. স্বামী বর্তমান যে বিবাহিত নারীর ১৬. মনের আদান প্রদান ১৯. চন্দ্রাতপ ২০. মাতুল ২১. বোকা ২২. ননি

ওপর-নিচ: ১. পীড়ন ২. পত্নী ৩. কোমল ৪. পাখির অঙ্গাবরণ ৫. প্রাণ-এর কাব্যরূপ ৮. নহবতে যে যন্ত্র ধ্বনিত হয় ৯. শ্রবণেন্দ্রিয় ১০. সেনাদলের সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ১২. বাতাস দেওয়া ১৩. স্ত্রীলোক ১৪. সহ্য হয় ১৫. কেল্লাফতে ১৬. মজে যাওয়ার ধরণ ১৭. নানা প্রকার ১৮. চিন্তন ২০ সম্মানীয় ব্যক্তি

সমাধান ২২২ — পাশাপাশি: ১. তলব ৩. সুরকাঁপা ৫. দয়িতা ৬. কানা ৭. লঙ্কাকান্ড ৯. জমক ১০. পাওনা ১২. কর্মকার ১৪. কান্ত ১৫. দখল ১৭. লবেজান ১৮ তীবর

ওপর-নিচ: ১. তপ্ত ২. বদনাম ৩. সুতাল ৪. পাষন্ড ৬. কাজকর্ম ৮. কামনান্ত ১১. ওকালতী ১২. কজ্জল ১৩. রদন ১৬. শর

আজকের দিন

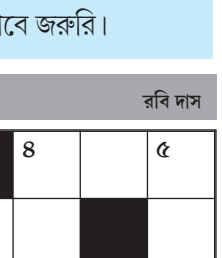

■ **১৯৫২** — মিশরীয় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে একদল সামরিক কর্মকর্তা রাজা প্রথম ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করে মিশরকে একটি প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন।

■ **১৫৫৫** — সিরহিন্দের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন সিকান্দার সুরিকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।

জন্মদিন

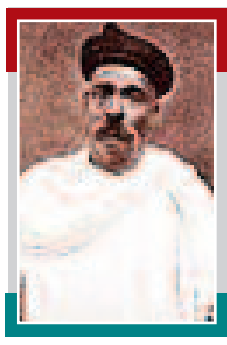

বাল গঙ্গাধর তিলক

১৮৫৬ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী বাল গঙ্গাধর তিলকের জন্মদিন।*
১৯০৬ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সুজিত গুহর জন্মদিন।*

আধুনিক ভোগবাদী শিক্ষার আঁধারেই দুর্নীতির বীজ অঙ্কুর থেকে ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে মহীরুহ!

স্বপনকুমার মণ্ডল

মার্কশিটের উপরে ভরসা থাকায় নিজেদের আভিজাত্য বোঝাতে আবার অ্যাডমিশন টেস্টের আয়োজন আমাদের প্রাপ্ত নম্বরের অযোগ্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যার প্রতি শিক্ষার্থীরই সন্দেহ জাগে, লোকের কাছে অবিশ্বাসের কারণ হয়ে ওঠে,তা দিয়েই আমাদের মার্কশিট রাঙানো শিক্ষা ব্যবস্থা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে চলেছে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে সরকারের দৃষ্টি যত আন্তরিক,শিক্ষার ক্ষেত্রে তা ততটাই উদাসীন। স্কুলের পাকা দালান, পোশাক-আশাক, বইখাতা, এমনকি দুপুরের খাবার সবেতেই তার সুনজর। অথচ শিক্ষকের তীব্র অভাবেই তার কুনজর বেরিয়ে পড়ে। যেন উপযুক্ত শিক্ষা বাদে সেখানে সবকিছুতেই তার দরাজ দৃষ্টি। অন্যদিকে প্রাইভেট স্কুলের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার পরিচয় আরও প্রকট। সবকিছু স্কুল থেকে কিনতে হবে, শুধু শিক্ষাটা বাইরে থেকে নিতে হবে। ঐটি সেখানে শুধু মেলে না। রেজাল্টসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রের অভাব মোচনে টিউশন থেকে কোচিং সেন্টারের চাহিদা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। সেখানে পরীক্ষা বৈতরণী পারের আয়োজন আরও সক্রিয়তা লাভ করে। যা ছিল বিদ্যালয়ের সম্পদ,তাই অচিরেই বাজারজাত পণ্য হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের আশির দশকে সাক্ষরতা অভিযানে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন লেখা হত 'সাক্ষরতার আলো/ ঘরে ঘরে জ্বালো।' শিক্ষার আলোতে পথচলাই শুধু নয়, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়াও জরুরি হয়ে পড়েছিল যা এখনও সমান সচল, সরব, প্রবহমান। প্রাক্-স্বাধীনতা থেকেই দেশে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অন্ধত্ব মোচন থেকে আত্মসচেতন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ সবই লক্ষ করা যায়। আমজনতার মধ্যে শিক্ষার অভাববোধ থেকেই আধুনিক শিক্ষা জরুরি মনে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে উনিশ শতকের শিক্ষা বিস্তারে জ্ঞানের সঙ্গে বিশ শতকের বিজ্ঞানের সংযোগ ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। পুথিনির্ভর বিদ্যার (education) সঙ্গে হাতেকলমে শিক্ষার (learning) স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বিদ্যাশিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ে আনে। সেখানে বিদ্যার গৌরব ও শিক্ষার সৌরভ আধুনিক শিক্ষার বিস্তারকে ক্রমশ আধুনিক চেতনায় নিবিড় করে তোলে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও মনে হয়েছিল গ্রামের নিম্নবর্গের সবদিক থেকে পিছিয়ে থাকা শোষিত-শাসিত অসহায় মানুষের চোখ খুলে দিতে আধুনিক শিক্ষা একান্ত জরুরি। চোখ থাকতেও অন্ধ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি 'পল্লী-সমাজ'('ভারতবর্ষ' পত্রিকায়১৯১৫,গ্রন্থকার ১৯১৬) উপন্যাসের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা তুলে ধরেন। উপন্যাসটির নায়ক তথা রুড়কি কলেজের ছাত্র রমেশ বাবার শ্রাদ্ধ করতে দীর্ঘদিন পরে কুঁয়াপুর গ্রামে ফিরে আসে। সেখানে সে পল্লিবাংলার অজ পাড়াগাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসহায় প্রান্তিক মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগেই স্কুল খোলায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। সরকারি অনুদানে ও জমিদারির সাহায্যে চলা কুঁয়াপুরের 'ছোটরকমের ইস্কুল'ই পাঁচ-সাত গ্রামের একমাত্র স্কুল। দুই-তিন ক্রোশ দূর থেকেও সেখানে পড়তে আসে। সেই অচল হয়ে পড়া স্কুলই আবার নতুন করে চালু করে রমেশ। শুধু তাই নয়, নিজেদের জমিদারির অধীনে থাকা মুসলিম অধ্যুষিত পিরপুরেও সে একটি নতুন স্কুল খোলে সে। এসবের মধ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে নায়কোচিত গুণই শুধু প্রকাশিত হয়নি, শিক্ষার জরুরি চাহিদাও তাতে নিবিড়তা লাভ করে। সেক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয়, সে কথাও শরৎচন্দ্র পরবর্তীতে স্বীকার করেন। ১৯২৯-এর ঈস্টারের ছুটিতে রংপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতি হিসেবে শরৎচন্দ্র বলেছেন, 'যে শিক্ষা সভ্য জগতের প্রজারা দাবী করে, সে শিক্ষাবিস্তার গভর্নমেন্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় হয় না।' অব্যবহিত পরের লাইনে তিনি আরও জানিয়েছেন, 'করতে মানা করিনে, কিন্তু এখানে একটা night school– আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ যা করা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর।' সেক্ষেত্রে সময়ান্তরে দেশ স্বাধীন হয়, শিক্ষা বিস্তারে সরকারি উদ্যোগও ক্রমশ গতি লাভ করে। দেখতে দেখতে বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকের ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার আলো শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অনলাইনে ঘরে-ঘরে হাতের মুঠোয় চলে আসে। শিক্ষা হার বেড়ে যায়, সাক্ষরতা অভিযানের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ক্রমশ নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নানা সুযোগসুবিধার ছড়াছড়ি। যেন শিক্ষা বিস্তারের মহোৎসব চারিদিকে। সরকারি অনুদান, সাহায্য,সহানুভূতি, উৎসাহ,উপহার,পুরস্কার সব মিলে সেই উৎসবের দিকে তাকালে তার আয়োজন যেন প্রয়োজনকেও ছাপিয়ে গেছে। অথচ সেই উৎসবের আলোর নীচেই তার অন্ত্যজ অন্ধকার জেগে ওঠে, বিস্তারের মধ্যেই বিস্তর ফাঁক ও ফাঁক প্রকট ভাবে বেরিয়ে পড়ে। তখন সাক্ষরতার সঙ্গে স্বাক্ষরতার পার্থক্য গুলিয়ে যায়। শিক্ষা আর শেখার ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে।অন্যদিকে শিক্ষার আধারে কুশিক্ষার আঁধারকেই আলো মনে হয়! সেই আঁধারেই দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত শুধু সময়ের অপেক্ষামাত্র।

আসলে আমাদের ডিগ্রিধারী শিক্ষা এখন ডিগ্রিসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। তাতে বিদ্যা ও শিক্ষার যোগ আমাদের আসল শিক্ষা থেকেই বিয়োগ করে চলেছে। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরীক্ষা কেন্দ্র মনে হয়। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার্থী আর শিক্ষকশিক্ষিকাগণ পরীক্ষক। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কটাই বদলে গেছে। বিদ্যা লাভ থেকে শিক্ষা অর্জনের ধারণাই সেখানে উপেক্ষিত। সকলে ডিগ্রি নিতে আসে, নম্বরে মার্কশিট রাঙিয়ে জীবন রাঙাতে চায়। স্বাভাবিক ভাবেই কর্মসংস্থানমুখী বা চাকরিমুখী শিক্ষার প্রসারে ডিগ্রির চাহিদা বেড়েছে, নম্বরের প্রতিযোগিতা আরও তীব্রতর হয়েছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার অভিমুখটাই শিক্ষাবিমুখ। কী শিখলাম বা কতটা শিখলাম সেখানে গৌণ, আসল তার কাগুজে রেজাল্ট। শিক্ষাও সেখানে পরীক্ষাকেন্দ্রিক। কী শেখা জরুরির চেয়ে কী করলে রেজাল্ট ভালো হবে সেদিকেই সবার নজর। সেজন্য শিক্ষায় মেডেজি, সাজেশন থেকে টেস্ট পেপার, প্রশ্নবিচিত্রার বিজ্ঞাপনে বেশি নম্বর তোলার টোটকার প্রতি টাটকা সতেজতায় শিক্ষার অভিমুখটিই পরীক্ষার মার্কশিট রাঙানোতেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সারা বছরের শিক্ষার প্রমাণপত্র ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই প্রশ্নপত্রের উত্তরেই শংসাপত্র লাভ করে। সেখানে শিক্ষা লাভের শংসাপত্রের সঙ্গে শেখার বাস্তবতার গড়মিল অত্যন্ত প্রকট। মার্কশিটের নম্বরে শিক্ষার প্রমাণ তো দূরস্থান, তার সম্পর্ক মেলাতে গিয়ে শিক্ষার্থীই বিস্মিত হয়। 'কী করে এত নম্বর পেলাম'-এর বিস্ময় তার সাধারণ প্রশ্নের উত্তর না জানাতেই লোকের কাছে আরও বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সেই মার্কশিটের উপরে ভরসা থাকায় নিজেদের আভিজাত্য বোঝাতে আবার অ্যাডমিশন টেস্টের আয়োজন আমাদের প্রাপ্ত নম্বরের অযোগ্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যার প্রতি শিক্ষার্থীরই সন্দেহ জাগে, লোকের কাছে অবিশ্বাসের কারণ হয়ে ওঠে, তা দিয়েই আমাদের মার্কশিট রাঙানো শিক্ষা ব্যবস্থা ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে চলেছে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে সরকারের দৃষ্টি যত আন্তরিক,শিক্ষার ক্ষেত্রে তা ততটাই উদাসীন। স্কুলের পাকা দালান, পোশাক-আশাক, বইখাতা, এমনকি দুপুরের খাবার সবেতেই তার সুনজর। অথচ শিক্ষকের তীব্র অভাবেই তার কুনজর বেরিয়ে পড়ে। যেন উপযুক্ত শিক্ষা বাদে সেখানে সবকিছুতেই তার দরাজ দৃষ্টি। অন্যদিকে প্রাইভেট স্কুলের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার পরিচয় আরও প্রকট। সবকিছু স্কুল থেকে কিনতে হবে, শুধু শিক্ষাটা বাইরে থেকে নিতে হবে। ঐটি সেখানে শুধু মেলে না। রেজাল্টসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রের অভাব মোচনে টিউশন থেকে কোচিং সেন্টারের চাহিদা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। সেখানে পরীক্ষা বৈতরণী পারের আয়োজন আরও সক্রিয়তা লাভ করে। যা ছিল বিদ্যালয়ের সম্পদ,তাই অচিরেই বাজারজাত পণ্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাজারে রেজাল্টটাই যখন জরুরি, তখন তাতে শিক্ষাক্ষেত্রগুলি নম্বর উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়। যে নম্বর ছিল মূল্যায়নের একক, তাই সময়ান্তরে অবমূল্যায়নের আধার হয়ে ওঠে। আর সেই আধারে অচিরেই আঁধার নেমে আসে। শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের বিপুল চাহিদায় উচ্চফলনশীল নম্বরধারীদের দৌরাত্ম্য স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কম নম্বরধারীরা সেখানে পিছিয়ে পড়ে,নিঃস্ব হয়ে যায়। সেখানে ধনীর শিক্ষার আড়ম্বরে গরিবের দারিদ্র প্রকট হয়ে ওঠায় শ্রেণী বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আবার পাশফেল তুলে দিয়ে সবাইকে পাশ করাতে গিয়ে সাক্ষরতার হার এগিয়ে যায়, শিক্ষা পিছিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে শিক্ষার লক্ষ্যও আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে ভেঙে ফেলে। লেখাপড়া শিখে বড়লোক হওয়ার ছকবন্দি ধারণা আরও প্রকট, আরও চাহিদাসম্পন্ন। সেখানে শিক্ষার প্রসারে স্বার্থপর ভোগী বড়লোকের সংখ্যা যত বেড়েছে, সামাজিক দূরত্ব তত শ্রীবৃদ্ধিমান, স্বাভাবিক ভাবেই সম্পর্ক তার ততই ভেঙে পড়ে। শিক্ষায় আত্মসম্মান অহঙ্কারী করে তোলে, বড়লোকিতে তার প্রকট প্রকাশ। অন্যদিকে শিক্ষার স্বাধিকারবোধ উগ্র হয়ে ওঠায় সমাজকে অস্বীকার করার প্রবণতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় প্রতিবেশী থেকে আপন জনকেও পর করে তোলে। সেখানে সামাজিক দায়বদ্ধতাই উপেক্ষিত। অন্যদিকে পরিবারেও এসেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। বাবা মাকেও বড়লোক সন্তান পর করে তোলে, আত্মীয়স্বজনকেও চেনে না। ভোগী জীবনের আত্মসর্বস্ব প্রকৃতি আধুনিক শিক্ষার অন্যতম বিশেষত্ব। সেক্ষেত্রে যে শিক্ষা মানুষের জীবনে আলোর দিশারি হয়ে ওঠার কথা,তাই ক্রমশ অন্ধকারের পথে এগিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এই শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারে না, ক্রমশ আরও দুর্বল করে তোলে, প্রতিযোগিতামুখর জীবনকেই দুর্নীতিতে সামিল করে। অর্জনের অভাবে আত্মবিশ্বাস জাগে না, আবার দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য দুর্নীতি সক্রিয়তা লাভ করে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সুযোগ্য করে তোলে, আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে রাখে। সেই শিক্ষার অভাব আজ চারিদিকে। সমাজে সীমাহীন দুর্নীতির মূলেও শিক্ষার আদর্শচ্যুতি অত্যন্ত প্রকট। সেখানে শিক্ষা সহযোগিতার আদর্শকে বঞ্চিত করে শুধু প্রতিযোগিতার মন্ত্র শেখায়, তা প্রতিযোগী মানসিকতা গড়ে তুললেও সহযোগী মানুষ গড়ে তোলে না। কেননা 'বাঁচো ও বাঁচাও'-এর মধ্যেই মানুষের সভ্যতা এগিয়ে চলে, মানবিকতাবোধ জেগে থাকে। প্রতিযোগিতা তো দক্ষতা বা যোগ্যতাই শুধু প্রমাণ করে না, ক্রমশ স্বার্থপর দৈত্যে পরিণত করে। মানুষ মানুষের জন্য'র আদর্শ সেখানে ব্যাহত হয়। এজন্য জরুরি সহযোগিতার শিক্ষাও। তবেই শিক্ষায় পূর্ণতা আসবে। তা না হলে সমাজে শুধু বৈষম্য বাড়বে না মানুষের ভেতরের পশুটিও আরও সহিংস হয়ে উঠবে,সময়ে সেই পশুটিকেও হারিয়ে দৈত্যের আবির্ভাব ঘটবে। কেননা বনের পশুরা আহারের বেশি শিকার করে না, মানুষ তার সীমাহীন ক্ষুধায় দুর্নীতির রাজত্ব শ্রীবৃদ্ধি করে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা রুজিরোজগারের অভাব পূরণ করতে না পারলেও অনন্ত ক্ষুধা জাগিয়ে তোলে। আর সেখানেই যথার্থ শিক্ষার অভাবে দুর্নীতির পাহাড় ক্রমশ পর্বত হয়ে উঠছে, ভাবা যায়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

কোট-জানকোট

ভাইপোপন্থী তৃণমূলের নাম ও নিশান থাকবে না পশ্চিমবঙ্গে

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

উপভোক্তার আইডি ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার কাটমানি!

কাঠগড়ায় ৩ তৃণমূল নেতা ও সুপারভাইজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: উপভোক্তার আইডি ব্যবহার করে অন্যদের আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দিয়ে মোটা কাটমানি নেওয়ার মত মারাত্মক অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতা ও সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে। আবাস যোজনা ও জব কার্ডে কোটি কোটি টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। কাটমানি বাবদ ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। কোটি কোটি টাকা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে তৃণমূল নেতা নিজাম সরদার, আবদার আলি সরদার, নাসির উদ্দীন সরদার ও সুপারভাইজার আসের আলির বিরুদ্ধে। অভিযোগে সরব গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি বসিরহাটের হাড়োয়া থানার অন্তর্গত হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ আটঘরা গ্রামের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামের সুপারভাইজার আসের আলী এবং আরও তিন তৃণমূল নেতা অর্থাৎ পঞ্চায়েতের সদস্য মিলে দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মধ্যে একজনের আবাস যোজনার ঘর ও তাঁর আইডি ব্যবহার করে অন্যজনকে দিয়ে মোটা টাকা হাতায়। পাশাপাশি যার ঘর তাঁকেও ঘর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাছ থেকেও আদায় করা হয় কাটমানি। শুধু তাই নয় জব কার্ডে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে টাকা পান না প্রকৃত জব কার্ড হোল্ডারেরা। কাজ করে টাকা তো পায়নি, উল্টে যে কাজ করেনি তার একাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে সেই টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ সুপারভাইজার ও তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীরা আরও বলেন, আবাস যোজনার ঘর থেকে দীর্ঘদিন গ্রামবাসীদের বঞ্চিত করা হয়েছে এবং জব কার্ডের থেকেও মোটা টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে সব মিলিয়ে প্রায় ৮ থেকে ১০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ সুপারভাইজার এবং তিন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল হেরে যাওয়ার খবর পেয়েই গ্রামবাসীরা দল বেঁধে ওই সুপারভাইজার এবং তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে টাকা ফেরত দিতে যান। তখন টাকা ফেরত না দিলেও, লিখিতভাবে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন কয়েক দিনের মধ্যে টাকা ফেরত দেবেন। তারপর টাকা ফেরত না পেয়ে গ্রামবাসীরা একটি বিশেষ ক্যাম্পের মাধ্যমে সকলে একত্রিত হয়ে অভিযোগপত্র তৈরি করেন। কার কাছ থেকে কত টাকা কাটমানি নেওয়া হয়েছিল, জব কার্ডে কে কত টাকা পায়, সব নিয়ে কত টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে সব তথ্য-সহ তালিকা তৈরি করা হয়। মূলত সেই অভিযোগপত্র-সহ তালিকা হাড়োয়া বিডিও অফিস, হাড়োয়া থানা-সহ বিভিন্ন জায়গায় জমা দেওয়া হবে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কাটমানির পরিমান প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে বঞ্চিত ও প্রতারিতদের আইনি সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রতারিতদের অর্থ ফেরত ও চার প্রতারকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের অতি বৃষ্টির জের

ভাসল বাঁকুড়া-বার্নপুর-আসানসোল সংযোগকারী দামোদরের দু'টি সাঁকো

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ঝাড়খণ্ডের টানা বৃষ্টিতে হঠাৎ করে জলস্তর বৃদ্ধি পায় দামোদর নদে। জলের প্রবল তোড়ে মঙ্গলবার গভীর রাতে ভেসে গেল, পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার অন্তর্গত বার্নপুরের কেশরডি ও ঈশ্বড্ডা ফেরিঘাটের দুটি বাঁশের অস্থায়ী সেতু। এর ফলে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল বার্নপুর হয়ে বাঁকুড়া ও আসানসোলের যাতায়াতের অন্যতম যাতায়াতের সহজ পথ। বাধ্য হয়ে দীর্ঘ ৫০ কিলোমিটারের বেশি বিকল্প পথ হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। উল্লেখ্য, দামোদর সংলগ্ন বাঁকুড়ার সঙ্গে বার্নপুর, আসানসোলের সংযোগকারী অস্থায়ী বাঁশের ব্রিজ রয়েছে দুটি। এই দুই ব্রিজ দিয়ে নিত্যদিন দামোদর সংলগ্ন বাঁকুড়ার বাসিন্দারা জীবিকা নির্বাহের জন্য বার্নপুর ও আসানসোলে আসেন। অপরদিকে শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দারাও বিভিন্ন কাজে দামোদর সংলগ্ন বাঁকুড়ায় পৌঁছান এই ব্রিজ দিয়ে। সাধারণত আগস্ট বা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে অতিরিক্ত বর্ষায় এই সেতুগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন পরিবহনের মাধ্যম হয় নৌকা। কিন্তু এবার হঠাৎ করে জুলাইয়ের শুরুতেই এই বিপর্যয় ঘটায় বিপাকে পড়েছেন দুই প্রান্তের বহু মানুষ। নিত্যদিন এই সেতু দুটি ব্যবহার করেই বাঁকুড়ার শালতোড়া ও তার আশেপাশের এলাকা থেকে বেশ কিছু শ্রমিক বার্নপুর ইসকো কারখানায় আসেন, এবং শাকসবজি নিয়ে এপারে আসেন বেশ কিছু সবজি ব্যবসায়ী ও দিনমজুর। হঠাৎ কেশরডি ও ঈশ্বড্ডা ঘাটের সেতু দুটি ভেঙে বার্নপুরের এই শর্টকাট রুটটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় স্থানীয়দের এখন অনেকটা পথ ঘুরে মূল সড়ক দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। যাতে তাদের জীবিকা নির্বাহ একপ্রকার অসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই সেতু ভেঙে যাওয়ায় আপাতত ঝুঁকি নিয়ে দামোদরে খেয়া পারাপার করছেন বেশ কিছু মানুষ।

'মা ক্যান্টিন'-এও দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অভিযোগ, একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঢাল করে বছরের পর বছর ভুয়ো বিল বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছেন কাউন্সিলর। গরিব-দুঃস্থ মানুষদের জন্য চালু করা রাজ্যের তৎকালীন ৫ টাকার 'মা ক্যান্টিন'-এও দুর্নীতির মারাত্মক অভিযোগ উঠল তারকেশ্বর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর রূপা সরকারের বিরুদ্ধে। তারকেশ্বর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের মা ক্যান্টিনের খাবার বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। অভিযোগ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীটি খাতায়-কলমে থাকলেও তা সম্পূর্ণ পরিচালনা করতেন কাউন্সিলর রূপা সরকার নিজেই। প্রতিদিন মাত্র ২০ থেকে ৩০ জনের খাবার রান্না করা হলেও নথিপত্রে দেড়শো জনের নামে ভুয়ো টোকেন তৈরি করা হত। পৌরসভার তরফ থেকে বরাদ্দকৃত বিলের টাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অ্যাকাউন্টে ঢুকলেই, তা তুলে দিতে হতো রূপা সরকারের হাতে। অভিযোগ, ২০২৩ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা এভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে। পুরো ঘটনা জানিয়ে তারকেশ্বর পৌরসভা ও একাধিক প্রশাসনিক দফতরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। কিছুদিন আগেই জমি দখলের অভিযোগে মামলা হতেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেন রূপা সরকার, বর্তমানে তিনি পলাতক। অন্যদিকে পৌরসভায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার পর, মা ক্যান্টিনের নোডাল অফিসার জানিয়েছেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সরকারি অর্থ তছরুপের দায়ে গ্রেপ্তার বিষ্ণুপুরের পদত্যাগী পুরপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার হলেন বিষ্ণুপুরের সদ্য পদত্যাগী পুরপ্রধান, পুরসভায় সরকারি টাকা নয়ছয় ও আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ, আদালতে তোলার সময় চোর চোর স্লোগান। বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে হাওড়া থেকে গ্রেফতার হলেন বিষ্ণুপুর পুরসভার পদত্যাগী পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী। গতকাল রাতে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে তাঁকে হাওড়া থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশের সময় তাঁকে লক্ষ্য করে চোর চোর স্লোগান দেন স্থানীয়রা। সম্প্রতি পুরসভায় ব্যাপক আর্থিক বেনিয়ম ও সরকারি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে গত ২৯ জুন বিষ্ণুপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই প্রাক্তন ওই পুরপ্রধানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তৃণমূল আমলে গত দেড় দশক ধরে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর পুরসভায় একচ্ছত্র ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল। বছর চারেক আগে ওই পুরসভায় পুরপ্রধান হন তৃণমূলের গৌতম গোস্বামী। রাজ্যে পালাবদলের পর বিষ্ণুপুরের পুরপ্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেন পুরপ্রধান। বিষ্ণুপুরের নব নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক শুক্লা চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর পুরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাপক আর্থিক বেনিয়ম, সরকারি টাকা নয়ছয়, নিয়োগে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ এবং শহরে বেসরকারি বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক বেনিয়মের অভিযোগ জানান বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসকের কাছে। অভিযোগ পেতেই ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে পুরসভার যাবতীয় নথি পরীক্ষা করানো হয়। সেই তদন্তে প্রতিটি অভিযোগেরই স্বপক্ষে প্রমাণ মিলতেই বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক বিষ্ণুপুর থানায় পদত্যাগী পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে অভিযোগ দায়ের হওয়ার খবর জানাজানি হতেই শহর ছেড়ে গা ঢাকা দেন পদত্যাগী পুরপ্রধান। অবশেষে গতকাল বিশেষ সূত্রে খবর মেলে অভিযুক্ত গৌতম গোস্বামী হাওড়ায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। এরপরই সেখানে হানা দিয়ে গৌতম গোস্বামীকে গ্রেফতার করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। আজ ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আদালত চত্বরে ব্যাপক ভিড় জমে। আদালত চত্বরে বাড়ানো হয় নিরাপত্তায়। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে দুপুরের পর ধৃত পদত্যাগী পুরপ্রধানকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। বিজেপির দাবি, পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি করেছেন প্রাক্তন পুরপ্রধান। তিনি পালিয়ে না বেড়িয়ে আগে আদালতে আত্মসমর্পণ করলে কিছুটা হলেও তাঁর মান বাঁচতো। এখন আইন আইনের পথে চলবে। সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতের।

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, অল্পের জন্য বাঁচলেন মন্ত্রীর স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বুধবার সাতসকালে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুর স্ত্রী মালতি টুডুর গাড়ি। তবে ভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে যান মালতি টুডু। দুর্ঘটনায় আহত হলেও বড়সড় বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে ব্যক্তিগত গাড়িতে করে বাঁকুড়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন মালতি টুডু। পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসী থানার সারুল এলাকায় ফ্লাইওভারের উপর পৌঁছতেই ঘটে দুর্ঘটনা। গাড়ির চালক মঙ্গল মুর্মু জানিয়েছেন, বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি ভ্যানকে ধাক্কা মারে। এরপর লরিটি তাদের গাড়িতেও সজোরে ধাক্কা মারে। তিনি দ্রুত ব্রেক কষায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। মালতি টুডু জানিয়েছেন, সামনে যদি আর একটি গাড়ি থাকত, তাহলে দুর্ঘটনা আরও ভয়াবহ হতে পারত। দুর্ঘটনার পর গলসী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে মালতি টুডুর মাথার সিটি স্ক্যান ও এক্স-রে করা হয়। অন্যদিকে, চালক মঙ্গল মুর্মুর হাতে আঘাত লাগে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটিকে আটক করে পুলিশ। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মেদিনীপুর শহরে রাস্তার ওপর পার্কিং নিয়ে কড়া বার্তা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর শহরে রাস্তার ওপর পার্কিং নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা। সেইসঙ্গে টোটো নিয়ন্ত্রণ এবং হকার উচ্ছেদ সম্বন্ধেও সরকারের পদক্ষেপ স্পষ্ট করলেন। পুলিশ সুপার সাংবাদিকদের জানান, রাস্তার ওপর বাইক বা গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই পুলিশি অভিযান শুরু হয়েছে। কোনো ভাবেই ব্ল্যাক টপ অর্থাৎ পিচ রাস্তার উপর কোন যানবাহন দাঁড় করিয়ে রাখা যাবেনা। সেক্ষেত্রে পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নেবে। পুলিশ সুপার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে আমাদের লক্ষ্য মেদিনীপুর শহরের বড় রাস্তাগুলিকে পরিষ্কার রাখা। যেহেতু আমরা এখনই বিকল্প পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারছি না, তাই ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি ব্যবহারকারীরা রাস্তা ছেড়ে কোনও ফাঁকা জায়গা অথবা গলি রাস্তায় পার্কিং করবে। পিচ রাস্তার উপরে গাড়ি দেখতে পেলেই পুলিশ অভিযান চালাবে।' অন্যদিকে, শপিংমলগুলির সামনে গাড়ি পার্কিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যারা শপিং মলের ব্যবসা করছেন, তাদের নিজস্ব পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনের বেসমেন্টে তা করতে হবে। নচেৎ শপিংমলগুলির সামনে গাড়ি রাখলে পুলিশ সেখানেও অভিযান চালাবে। পুজোর আগে থেকেই মেদিনীপুর শহরের রাস্তায় টোটো-সহ অন্যান্য যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হবে। ঠিক করা হয়েছে, যে ওয়ার্ডের টোটো রয়েছে তারা সেই ওয়ার্ডের মধ্যেই টোটো চালাবে। সে ক্ষেত্রে টোটোর সংখ্যা নির্ধারণ করতে সুবিধা হবে। তাদের জন্য বিশেষ জায়গায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থার পাশাপাশি রুটও ঠিক করে দেওয়া হবে। তারা জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়কে চলাচল করতে পারবে না।' অন্যদিকে, রাস্তার পাশে বসে থাকা দোকানদার এবং হকারদের অভয় দিয়ে পুলিশ সুপার বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন আপাতত পুজোর আগে কোনওরকম উচ্ছেদ হবে না। সেইমতো এখানেও সেই নির্দেশ মানা হবে। তবে রাস্তা পরিষ্কার রাখার জন্য পিচ রাস্তার ধারে থাকা দোকানগুলিকে রাস্তা থেকে পেছনে সরিয়ে ছোট করে দেওয়া হবে।'

সার্বিক উন্নয়নে বাঁকুড়া-জয়রামবাটি লাইনে ট্রেন বাড়ানোর দাবি যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জয়রামবাটি লাইনে রেল পরিষেবায় আরও পরিকল্পিত হওয়া দরকার। এই লাইনে রেল পরিষেবা আরও প্রসারিত করা দরকার। এমনটাই মনে করছেন বাঁকুড়াবাসীরা। রাজ্যে বিজেপি সরকারে আসার পর এই আশা আরও জোরদার হয়েছে। তাদের বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে গত ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ বাঁকুড়া-জয়রামবাটি ট্রেন চলাচল চালু হয়। তবে সেই ট্রেন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে কৃষক শ্রমজীবি, শিক্ষার্থী, অফিস যাত্রী এমনকি পর্যটকদেরও কাজে লাগে না। এই রেল পথের ওপর পড়ে জয়রামবাটি, গোকুলনগর ও বিষ্ণুপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র। অথচ এই রুটে মাত্র একটি ট্রেন দিনে একবার আসা যাওয়া করে। তাও আবার বাঁকুড়ায় সন্ধ্যা ৬.২৫ মিনিটে ছেড়ে জয়রামবাটি পৌঁছায় রাত ৮টায়। সেখান থেকে ট্রেনটি রাত ৯.১০মিনিটে বিষ্ণুপুর ও ১০টায় বাঁকুড়া ফিরে আসে। স্বাভাবিকভাবে ওই ট্রেনটি সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের তেমন কাজে লাগছে না। মালবিকা মাকুড়, অনন্ত চেল, প্রভাতী চ্যাটার্জি ও গীতা মাহান্তি-সহ বাঁকুড়া স্টেশনের যাত্রীরা এই অভিযোগ তুলে বলেন, 'এই দুই পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ণে ভোর থেকেই বেশ কয়েকবার ট্রেন চালানো দরকার। এতে পর্যটকেরা যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি সাধারণ জেলাবাসীর উপকার হবে। প্রতিদিন এসব এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ চিকিৎসার জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালত ও মহকুমা শাসকের কার্যালয় এবং জেলা শাসক, জেলা আদালত, জেলা পুলিশ সুপার এবং জেলা পরিষদে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আসা যাওয়া করেন। তাছাড়া বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল এবং অফিস ও বাজার বেশ কয়েক হাজার মানুষ আসা যাওয়া করেন। তাদেরও কাজে লাগে না এই লাইন।' তাই তাদের দাবি, এসব সমস্যা মূল্যায়ণ করে ভোর থেকেই ট্রেন চালানো প্রয়োজন। স্বপন দে ও মানস মালাকার জানান যে এসব এলাকা কৃষি প্রধান। ভোর থেকে ট্রেন চললে চাষিরা তাদের ফসল সহজে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া বা জয়রামবাটি বাজারে সহজে নিয়ে যেতে পারবেন। এতে আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে এলাকার। এই রুটে রয়েছে গোকুলনগর পর্যটন কেন্দ্র। রেল চলাচলের প্রসার ঘটলে পর্যটক ও গবেষকেরা সহজে গোকুলনগর আসতে পারবেন। এই পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়ন হবে। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গোকুলনগর অত্যন্ত গুরুত্ব একটি পুরাকীর্তির জায়গা। মল্ল রাজাদের প্রথমদিকের রাজধানী ছিল গোকুলনগর। এখানে মল্লরাজাদের তৈরি গোকুলের চাঁদ শ্রীকৃষ্ণের মন্দির বা গোকুলচাঁদ মন্দির রয়েছে যা জেলার প্রথম সারির পুরাকীর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি জেলার বৃহত্তম মন্দিরও। এই মন্দিরের দেওয়ালে অসংখ্য পৌরাণিক মূর্তির খোদাই করা আছে। পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে, মন্দিরটি মল্লরাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহের রাজত্বকালে তৈরি। সেখানে বিশাল নাটমণ্ডপ আছে যা ব্যবহৃত হত কীর্তন, ভাগবত পাঠ ও সাধুনিবাস হিসাবে। এখানে বরাহ অবতারের মূর্তি আছে যা স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষেত্রপাল মেনে পুজো করেন। গোকুলচাঁদ মন্দিরের কাছে রয়েছে গন্ধেশ্বর শিবের মন্দির। গোকুলনগরে যে বৃহদাকার শিবলিঙ্গ রয়েছে তা সারা দেশের এক অন্যতম নিদর্শন। এই মন্দিরে মহিষমর্দিনী মূর্তি রয়েছে যেটি আজও অত্যন্ত জনপ্রিয়। ঐতিহাসিকদের মতে, এটি পালযুগের মূর্তি। গোকুলনগর কেবলমাত্র মল্লসংস্কৃতি বা মল্ল রাজাদের ইতিহাস নয়, গোকুলনগর ও সংলগ্ন সলদা গ্রাম জুড়ে গড়ে উঠেছিল এক প্রাচীন সংস্কৃতি। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মতে সলদা- গোকুলনগরের মাটির নীচে রয়েছে এক সম্ভাবনাময় প্রাচীন ঐতিহ্য যা ঠিকমতো আবিষ্কৃত হলে সিন্ধু সভ্যতার ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিতে পারে। সলদাতে বহু জৈন ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও ভাঙা মন্দিরের ধংসস্তূপ রয়েছে। বহু প্রত্নবস্তু, স্মারক ও চিহ্ন কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু এখনও যা আছে তা যদি আবিষ্কৃত হয় এবং গবেষণা হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক নতুন ইতিহাসের সন্ধান পাবে যা হয়তো পরবর্তীকালে ইতিহাসে ঠাঁই করে নেবে। সেই টানে প্রায় প্রতিদিন অসংখ্য কৃষ্ণ ভক্ত ও পর্যটকেরা আসা যাওয়া করেন। অনেকের বক্তব্য, এই লাইনে সকাল থেকে ট্রেন চলাচল করলে শুশুনিয়া, বিহারী নাথ ও ছাতনার পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যাওয়া সহজ হবে। বাঁকুড়াবাসীদের দাবি, হাওড়া বিষ্ণুপুর ভায়া তারকেশ্বর ট্রেন দ্রুত চালু করাও প্রয়োজন।

SBI এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া (৬৪১৫৩)
'রহড়া প্লাজা', ২য় তল, মিউনিসিপ্যাল বাসস্ট্যান্ড, জে. সি. ঘোষ সরণি, চুঁচুড়া, জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০১, প.ব. ইমেল : sbi.64153@sbi.co.in

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল স্বত্ব দলিল নং আই-০২৩৭৫/২০০৬ ক্রেতা : মদন কুমার কোলে এবং রীতা কোলে এর খুঁজে না পাওয়ার জন্য জেনারেল ডায়েরি

নিম্নস্বাক্ষরকারী সাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছেন যে উল্লিখিত স্বত্ব দলিল নং **আই-০২৩৭৫/২০০৬ তারিখ ২১.০৯.২০০৬, সম্পত্তি শ্রী মদন কুমার কোলে এবং শ্রীমতি রীতা কোলে** এর নামে, ঠিকানা : **ফ্ল্যাট নং ৪, ২য় তল, সিদ্ধেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩২৭/এ, মোরান রোড, পো : গোন্ডালপাড়া, চন্দননগর, হুগলি, পিন - ৭১২১৩৭** রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর সমীপে সম্পাদিত, বর্তমানে উল্লিখিত সম্পত্তি **শ্রী মদন কুমার কোলে এবং শ্রীমতি রীতা কোলের** স্বত্বাধীনে এর নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং পাওয়া যাচ্ছে না **এসবিআই আরএসিপিসি চুঁচুড়া হেফাজত থেকে ১৮.০৮.২০২৩ তারিখ** থেকে। সংশ্লিষ্ট উক্ত দলিলের হারিয়ে যাওয়া/স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়ে চুঁচুড়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য **জিডিই নং ১৪০৫ তারিখ ১৮.০৭.২০২৬** দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বা দলিল পেয়ে থাকলে নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : চুঁচুড়া — এসবিআই, আরএসিপিসি চুঁচুড়া

SBI এসবিআই হোম লোন সেন্টার বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০১০৩

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (রুল ৮(১))

A/C NO. : 42687043008 (HBL) এবং 42715255082 (SURAKSHA)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বারুইপুর নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর (২০০২ এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **দাবি নোটিশ তারিখ ১৩.০৩.২০২৬** এবং সংবাদপত্রে প্রকাশের তারিখ **০৬.০৪.২০২৬** ঋণগ্রহীতা **শ্রী মৃন্ময় ঢোল** পিতা উত্তম ঢোল, ঢোলে পাড়া, গ্রাম এবং পোস্ট - মুচিশা, থানা - নোদাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৭৭ নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩০,৯২,১৫৯ টাকা (তিরিশ লাখ বিরানব্বই হাজার একশ উনষাট টাকা) এবং ০৮.০৩.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২১ জুলাই ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বারুইপুর নিকট বকেয়া **৩০,৯২,১৫৯ টাকা (তিরিশ লাখ বিরানব্বই হাজার একশ উনষাট টাকা) এবং ০৮.০৩.২০২৬ থেকে** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ৪.৭৮ শতক কমবেশি তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা- মামুদপুর, জেএল নং ৩৩, তৌজি নং ৩৯৫, পরগনা - আজিমাবাদ, আরএস খতিয়ান নং ১৯৫, এলআর খতিয়ান নং ১২৯৬, হাল এলআর খতিয়ান নং ২৪৬২, আরএস দাগ নং ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, এলআর দাগ নং ১৯৭, এবং ১৯৮ এবং ১৯৯, থানা : বিষ্ণুপুর , মৌখালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া কাঁচা সাধারণ চলার পথ। পশ্চিমে : পঞ্চানন্দ শী। উত্তরে : শ্রী অসিত কুমার জাসুর অবশিষ্ট জমি। দক্ষিণে : ২ ফুট সাধারণ নিকাশি আরএস দাগ নং ১৮৬।
সম্পত্তি মৃন্ম ঢোল, পিতা উত্তম ঢোল এর নামে, উল্লেখ্য **দলিল নং ১৬১৩০৪২০৩ -২০২৩ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ৮৮৫২১ থেকে ৮৮৫৪২।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের সকল নোটিশ প্রত্যাহার এবং বাতিল করা হলো

তারিখ : ২১.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : এইচএলসি বারুইপুর — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই এইচএলসি সাউথ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, "উইন্ডসোর হাইটস" ২৭৭, উত্তর কুমড়োখালি, ই.এম. বাইপাস, কলকাতা - ৭০০১০৩
পশ্চিমবঙ্গ, ইমেল : sbi.16286@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত :
ইমেল : sbi.16286@sbi.co.in
নাম : শর্মি দাসগুপ্ত
মোবাইল ৯৬৭৪৭৯১৫৬/৯৮৩০৩৩৯৯০৭

স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুসারে গাড়ি বাজেয়াপ্ত এবং যানবাহন বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (তপশিল -১)

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩১.০৭.২০২৬
সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত, প্রতিটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ : "আগ্রহী দরদাতা ১৩.০১.২০২৬ তারিখে বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারবেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট প্রাপ্তি এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই তথ্য আপডেট করার পরেই কেবল দরদাতাকে প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুসারে এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের কোনও সমস্যা এড়াতে আগে থেকেই প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ২৯.০৭.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে দায়বদ্ধ/বন্ধকদত্ত/চার্জ করা নিম্নোক্ত অস্থাবর সম্পত্তি, যার **ভৌত দখল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **৩১.০৭.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে,** ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদ এবং ব্যয় এবং খরচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে আদায় (যদি থাকে) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে সুদপ্রাপ্ত পাওনাদারের কাছে পাওনা সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রির জন্য।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা/ ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
মেক এবং মডেল : টাটা মোটরস লি. **টাটা পাঞ্চ ইভি এডিভি এলআর ইলেক্ট্রিক ভার্সান। অ্যাকাউন্ট নং :** ৪৪১৫৪০৪৬৯২৯, **রেজিস্ট্রেশন নং :** WB01BD1802, **ইঞ্জিন নং :** TZ180XS91AB25043348, **চেসিস নং :** MAT833021SPDV5623, **তৈরি বর্ষ :** ২০২৫। **মালিক : সুরেন্দ্র নাথ তাতওয়া।**	**৯,৯৫,০০০ টাকা জিএসটি সহ,** সংশ্লিষ্ট পরিমাণের কমে ভেহিকেল বিক্রি হবে না।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ অর্থাৎ** ৯৯,৫০০ টাকা ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ৫০০০ টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ২৩.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই এইচএলসি বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬ ভি আই পি রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪ ইমেল - sbi.15342@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২-এর ৩ নং)-এর ধারা ১৩(১২) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে;ঋণগ্রহীতাকে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য একটি দাবি-নোটিশ জারি করেছিলেন। যেহেতু ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(৪) এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, এই সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে; অন্যথায়, এই সম্পত্তির ওপর **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি বিধাননগর**-এর দাবি;অর্থাৎ বকেয়া অর্থ ও তার ওপর প্রযোজ্য সুদ;বহাল থাকবে।
বন্ধক রাখা সম্পত্তিটি পুনরুদ্ধার বা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য উপলব্ধ সময়সীমা সম্পর্কে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের দৃষ্টি উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১	**সুকেন্দ্র নাথ বিশ্বাস** পিতা প্রয়াত শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস, **ঠিকানা - ১)** অশ্বিনী পল্লি স্কুল রোড, পো / থানা : বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৪। **ঠিকানা -২) :** ৫৩৩ স্কুল রোড, থানা/পো : বারাসত, ওয়ার্ড -২৯, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০১২৪। **এ/সি নং : হোম লোন - ৪২৩৪৯২৪৭৬৫৫ (সুরক্ষা) - ৪২৩৪৯৩৫৭৭৭০**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া **১ কাঠা ১০.২৫ ছটাক,** অবস্থিত মৌজা- কুতুলসাই, জেএল নং ৪২, আরএস নং ১০, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা আনোয়ারপুর, দাগ নং ১৪২, আরএস খতিয়ান নং ৩১০, ৩১১, এলআর খতিয়ান নং ২৬২, হোল্ডিং নং ২৬৪, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ৭ অধীন, থানা : বারাসত, এডিএসআর-বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** জমি একই দাগের। **পূর্বে :** জমি একই দাগের। **পশ্চিমে :** ৮ ফুট চওড়া সড়ক। **সম্পত্তি সুখেন্দ্র নাথ বিশ্বাস পিতা প্রয়াত শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস এর নামে। দলিল নং ১/৬৬৩।**	১) ১৮.০৫.২০২৬ ২) ২২.০৭.২০২৬ ৩) ১৯,৩০,২৬৬.৬০ টাকা **(উনিশ লাখ তিরিশ হাজার দুশো ছেষট্টি টাকা এবং ষাট পয়সা) টাকা ১৫.০৫.২০২৬ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ
২	**শ্যামল দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা জ্যোতি লাল দাস, **ঠিকানা -১)** মলিনা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট এফএলআর ২, দক্ষিণ পশ্চিম, ৪০/২ যশোর রোড সাউথ, প্রসাদপুর ডাকবাংলো মোড়, ওয়ার্ড নং ৪, পো/থানা -বারাসত, বারাসত (এম), পিন - ৭০০১২৪, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এবং **ঠিকানা -২) :** পিডি-৫২, অর্জুনপুর পাস, আইএম পাড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৫৯। **এ/সি নং : ৪৩৩৮৭১২৪৯০৩ (এইচএল) ৪৩৩৮৭০৪৭৯৭১ (সুরক্ষা লোন) ৪৩৫৯৬০০৩১৩৮(টপ আপ)**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক **৫ কাঠা ১ ছটাক ৩০ বর্গফুট** কমবেশি মৌজা- প্রসাদপুর, জেএল নং ৩৯, আরএস নং ২২৯, তৌজি নং ১৪৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৭১ এবং ৭২, খতিয়ান নং ১৩২ এবং ১৩৩, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪০/২, যশোর রোড, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ৪, বারাসত পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড় এবং সাধারণ চলার পথ। **দক্ষিণে :** যশোর রোড। **পূর্বে :** শ্রী আশিস গোস্বামী। **পশ্চিমে :** সাধারণ চলার পথ। **(উক্ত ফ্ল্যাটের বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ২২ বছরের পুরানো মার্বেল মেঝে (লিফট সুবিধা ব্যতীত) ফ্ল্যাট তিনতলায় পরিমাপ	১) ০৫.০৫.২০২৬ ২) ২২.০৭.২০২৬ ৩) ২২,৬৭,০৮৬.০০ টাকা **(বাইশ লাখ সাতষট্টি হাজার ছিয়াশি টাকা) টাকা ৩০.০৪.২০২৬ অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত সুদ সহ পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ

আনুমানিক ৮২৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ভবনে পরিচিত "**মলিনা অ্যাপার্টমেন্ট**", ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ বারান্দা, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪০/২ যশোর রোড, থানা : বারাসত, ওয়ার্ড নং ৪, বারাসত পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ উক্ত ভবনে উক্ত প্রেমিসেসে বিস্তারিত তৃতীয় তপশিলে বর্ণিত মতে এবং প্ল্যানে চিহ্নিত লাল কালিতে অনুযায়ী।
সম্পত্তি শ্যামল দাসের নামে।

তারিখ - ২২.০৭.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

মিতালি বাগের পোস্টে তোলপাড় আরামবাগ

কটূক্তি-বিতর্কে চাপে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সোস্যাল মিডিয়ায় আরামবাগ লোকসভার সাংসদ মিতালি বাগের পোস্ট ঘিরে তোলপাড় আরামবাগ। দিল্লিতে বাদল অধিবেশন থেকে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধায় সাসপেন্ড হওয়ার পরেই সারা ভারতবর্ষের পাশাপাশি আরামবাগেও হইচই পড়ে যায়। অভিযোগ, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি এক মহিলা বিদ্রোহী প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ, অধুনা এনসিপিআই সাংসদের (মিতালি বাগ) উদ্দেশে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেন। এছাড়া তিনি অগণতান্ত্রিক শব্দও ব্যবহার করেছেন বলে দাবি অভিযোগকারী সাংসদদের। এই ঘটনা ঘিরে লোকসভার কক্ষের ভিতরে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া-র সাংসদ মিতালি বাগ, শতাব্দী রায় এবং কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ একাধিক সদস্যের সঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। এরা সকলেই একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। পরে দল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, এই শব্দপ্রয়োগ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়। ঘটনার পর মিতালি বাগ, কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ এনসিপিআই-এর সাংসদরা লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে তাঁর দপ্তরে দেখা করেন এবং ঘটনার অভিযোগ জানান। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চলতি বাদল অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। তাঁর বিতর্কিত বক্তব্যের জেরে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে খবর। এরপর সোস্যাশ মিডিয়ায় শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে পোস্ট করেন মহিলা সাংসদ মিতালি বাগ। এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক মহলের। তিনি লেখেন, 'তফসিলি জাতি মানেই কি রাস্তার মেয়ে? তাই যদি হয়, রাস্তার মেয়েদেরও বাঁচার অধিকার আছে! রাস্তা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।' এই পোস্টের পরেই আরামবাগ জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। আরামবাগের প্রাক্তন সাংসদ শক্তি মোহন মালিক বলেন, 'কটুক্তি করা কোনও ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বলেছেন তা বাঞ্ছনীয় নয়, বরং নিন্দনীয়। একজন মহিলা সাংসদকে এইভাবে অশালীন কথাবার্তা বলা অপরাধ। ওনার নেচারটাই হল অপরকে হেয় করা। এক সময় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকেও কটুক্তি করেছিলেন। সাংসদ হিসাবে তাঁর এই আচরণ চরম নিন্দনীয়।' বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'মহিলাদের প্রতি সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণ সব সময়ই নিন্দনীয়। বাদল অধিবেশন থেকে তাঁকে উপযুক্ত কারণেই সাসপেন্ড করা হয়েছে।' সবমিলিয়ে একজন তপশিলি জাতিভুক্ত মহিলা সাংসদকে কটুক্তি করায় নিন্দার ঝড় আরামবাগ জুড়ে।

মালদায় টোটোর দাপট কমাতে কড়া পদক্ষেপ জেলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় টোটোর দাপাদাপি ঠেকাতেই কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল জেলা পুলিশ। এই প্রথম জেলা পুলিশের উদ্যোগে বৈধ টোটোর শণাক্ত করার ক্ষেত্রে পুলিশি স্টিকার (সূচনা পত্র) ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হল। বুধবার দুপুরে ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি এলাকায় বৈধ ৫০টি টোটোতে পুলিশি স্টিকার লাগানো হয়। এদিনের জেলা পুলিশের কর্মসূচিতেই উপস্থিত হয়েছিলেন পুলিশ সুপার অনুপম সিং, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাকসুদ হোসেন, ডিএসপি ট্রাফিক মুঙ্গেস সুব্বা, ট্রাফিক আইসি মহেশ সিং-সহ অন্যান্যরা। তাঁরা সকলে মিলে এদিন রথবাড়ি মোড়ে বৈধ টোটো চালকদের হাতে তাদের সূচনাপত্র তুলে দেন। পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, 'আগামীতে জাতীয় সড়ক বা রাজ্য সড়কে কোনও টোটো চলাচল করতে পারবে না। করলে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' এদিন মালদা জেলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে মালদা শহরের রথবাড়ি মোড়ে টোটো চালকদের সূচনাপত্র বিতরণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে জেলা পুলিশ সুপার জানান, মালদা শহরে টোটো একটা বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরে অনেক অবৈধ টোটো চলাচল করছে। শহরের ক্যাপাসিটির চেয়ে টোটোর সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। এছাড়াও একজন ব্যক্তি একের অধিক টোটো কিনে ভাড়াতে চালাচ্ছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেরা টোটো নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ছে। এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে বৈধ টোটো চালকদের নাম, মোবাইল নম্বর, গাড়ির নম্বর, আধার নম্বর, যুক্ত পরিচয়পত্র টোটোতে লাগানো হচ্ছে। যার মাধ্যমে আগামী দিনে মালদা শহরে টোটো চলাচলে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। ফলে শহর যানজটমুক্ত হবে। পুলিশ জানিয়েছে, বর্তমানে মালদায় বৈধ টোটোর সংখ্যা ৮ হাজার। কিন্তু ইংরেজবাজার শহরে এর থেকে তিনগুণ বেশি টোটো চলছে বলে অভিযোগ অধিকাংশ মানুষের। আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বৈধ প্রতিটি টোটোতে পুলিশের এই স্টিকার লাগানোর কাজ চলবে। যে টোটোর কোনও কাগজপত্র ঠিক নেই এবং বেআইনিভাবে চলছে সেগুলোর বিরুদ্ধে ধরপাকর অভিযান শুরু হবে।

ছাদ নেই, ভাতাও বন্ধ

বর্ষার জলে ভাসছেন প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: মাথার উপর পাকা ছাদের বদলে ত্রিপল। চারপাশে অসম্পূর্ণ ইট-বালি। এই বর্ষায় অর্ধনির্মিত বাড়ির মধ্যেই দিন কাটছে জামুড়িয়ার এক বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী দম্পতির। অভিযোগ, আবাসন প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরই বন্ধ হয়ে গেছে বাকি টাকা। সঙ্গে গত ৩ মাস ধরে বন্ধ ভাতাও। পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া বিধানসভার চিঁচুড়িয়া নিচুপাড়ার বাসিন্দা সন্ধ্যা ব্যানার্জী (৫৭) ও সুব্রত ব্যানার্জী (৬৭)। দুজনেই বিশেষভাবে সক্ষম। বয়স ও অসুস্থতার কারণে উপার্জনের কোনও উপায় নেই। দীর্ঘদিন ভাঙাচোরা ঘরে থাকার পর সরকারি আবাসন প্রকল্পে তাঁদের নাম মঞ্জুর হয়। অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তি বাবদ ৬০ হাজার টাকাও আসে। সেই টাকায় পুরনো ঘর ভেঙে নতুন বাড়ির কাজ শুরু করেন তাঁরা। কিন্তু তারপরই সব থমকে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রথম কিস্তির পর আর টাকা আসেনি। ফলে অর্ধেক তৈরি বাড়ির কাজ বন্ধ। বর্তমানে সেই বাড়িতেই বাঁশ দিয়ে ত্রিপল টাঙিয়ে কোনোমতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। বর্ষায় ত্রিপল ফুটো হয়ে ঘরের ভিতর জল ঢুকছে। পরিবারের মেয়ে জোৎস্না চক্রবর্তী জানান, 'মা চোখে দেখতে পান না, বাবাও কানে শোনেন না। শ্বশুরবাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। পাড়ার লোকেরা যা পারছে দিচ্ছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন?' সন্ধ্যা দেবী প্রতিবন্ধী ভাতা ও সুব্রতবাবু বার্ধক্য ভাতা পেতেন। কিন্তু গত ২-৩ মাস ধরে তাও বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ। ফলে ভিক্ষা ও প্রতিবেশীদের সাহায্যেই চলছে সংসার। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী বলেন, 'প্রশাসন দ্রুত বাকি আবাসনের টাকা ছাড়ুক। নাহলে এই বর্ষায় ওঁদের খুব কষ্ট হবে।' এই বিষয়ে জামুড়িয়ার বিধায়ক ড. বিজন মুখার্জী বলেন, 'বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। জামুড়িয়ার বিডিওকে তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছি। সরকারি নিয়ম মেনে সবরকম সাহায্য করা হবে। বিধানসভা থেকে ফিরে আমি নিজেও ওঁদের বাড়ি যাব।'

ভেঙে পড়ল শ্রাবণী মেলার আলোর তোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি বৈদ্যবাটিতে আরএমসি মার্কেটের সামনে তারকেশ্বর রোডের উপরেই তোরণটি বসানো হয়েছিল। আচমকাই ভেঙে পড়ল শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে লাগানো আলোর বিশাল তোরণ। তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় ব্যস্ত তারকেশ্বর রোড। বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ হঠাৎ দমকা হাওয়ায় সেটি ভেঙে পড়ে। তার ফলে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। ভেঙে পড়া তোরণ রাস্তা থেকে সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, তারকেশ্বরের পুণ্যার্থীদের জন্য তোরণটি তাড়াহুড়ো করে বানানো হয়েছিল। বাঁশ বা শালবল্লা মাটির যতটা গভীরে পোঁতা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। মাটি অল্প খুঁড়েই বাঁশ পুঁতে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। গত ১৮ জুলাই থেকে শ্রাবণী মেলা শুরু হয়েছে। এই তারকেশ্বর রোড দিয়েই প্রতিদিন বহু পুণ্যার্থী তারকেশ্বরের শিবমন্দিরে যান। এই ঘটনায় অবশ্য কেউই জখম হননি। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, তোরণ কেন ভেঙে পড়ল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নদীভাঙন রোধে অস্থায়ী ব্যবস্থা ব্যর্থ

তদন্ত ও স্থায়ী সমাধানের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত গৈতানপুর ও চরমোনা এলাকায় নদীভাঙন ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। প্রায় দশ দিন আগে নদীর বাঁধ রক্ষার জন্য বালিভর্তি বস্তা ফেলে অস্থায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু টানা প্রবল বর্ষণ ও নদীর তীব্র স্রোতের মুখে সেই ব্যবস্থা কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। বর্তমানে নদীর পাড় দ্রুত ভেঙে পড়ছে এবং ভাঙনের পরিমাণ প্রতিদিনই বাড়ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, যে সংস্থা বা ঠিকাদার এই অস্থায়ী কাজের দায়িত্ব নিয়েছিল, তাদের কাজে গাফিলতি বা নিম্নমানের বাস্তবায়ন ছিল কি না, তা প্রশাসনের নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা উচিত। যদি কোনো ধরনের অবহেলা বা অনিয়ম প্রমাণিত হয়, তবে দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। নদীভাঙনের কারণে কৃষিজমি, বসতবাড়ি এবং স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকা আজ মারাত্মক ঝুঁকির মুখে। তাই শুধুমাত্র অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, দ্রুত স্থায়ী ও বৈজ্ঞানিক নদীভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্প গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের কাছে জোরালো আবেদন জানানো হচ্ছে।

সিবিএসই ফর ইস্ট জোন তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ জয়!

দঃ দিনাজপুরের মুখ উজ্জ্বল তিন তরুণ যোদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তঃবিদ্যালয় তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করে জেলাকে গর্বিত করল দক্ষিণ দিনাজপুরের তিন প্রতিভাবান প্রতিযোগী। সিবিএসই ফার ইস্ট জোন তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এ অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়ে সোনা, রুপো এবং ব্রোঞ্জ পদক ছিনিয়ে এনেছে 'দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ইউনিভার্সেল তাইকোন্ডো ইনস্টিটিউট'-এর এই তিন তরুণ মার্শাল আর্ট খেলোয়াড়। সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, পুরুলিয়ার দিল্লি ওয়ার্ল্ড পাবলিক স্কুলের উদ্যোগে গত ১৯ থেকে ২২ মে পর্যন্ত চার দিনব্যাপী এই সম্মানজনক আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার প্রথম দিন থেকেই দাপট দেখায় বালুরঘাটের প্রতিভাবান প্রতিযোগীরা। তাঁদের নিখুঁত কৌশল ও অদম্য লড়াইয়ের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় অন্যান্য জেলার প্রতিপক্ষরা। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৪ বছর বয়স এবং অনূর্ধ্ব-৩৮ কেজি বিভাগে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের ছাত্র ঋষভ মণ্ডল অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে সোনা জয় করেছে। অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-১৭ বছর বয়স এবং অনূর্ধ্ব-৭৩ কেজি বিভাগে আত্রেয়ী ডি.এ.ভি. পাবলিক স্কুলের ছাত্র অঙ্কিত কুমার পাল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রুপোর পদক অর্জন করেছে। এছাড়াও, একই স্কুলের ছাত্রী পৌষণী দে অনূর্ধ্ব-১৭ বছর বয়স এবং অনূর্ধ্ব-৪৯ কেজি বিভাগে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক জয় করে জেলার ঝুলিতে অন্য এক কৃতিত্ব যুক্ত করেছে। এই সাফল্য প্রসঙ্গে 'দক্ষিণ দিনাজপুর তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশন' ও 'ইউনিভার্সেল তাইকোন্ডো ইনস্টিটিউট'-এর কর্মকর্তারা জানান, দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং সঠিক অনুশীলনের ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। বিগত প্রায় দুই দশক ধরে বালুরঘাট হাই স্কুলের মাঠে অবস্থিত 'বালুরঘাট হাই স্কুল স্পোর্টস একাডেমি'-তে এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ পর্ব চলে আসছে। জেলা স্তর থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরে একের পর এক সফল খেলোয়াড় তৈরি করতে এই সংস্থা ধারাবাহিক ভূমিকা পালন করে আসছে। এক সঙ্গে তিনটি পদক জয়ের এই খবরে উচ্ছ্বসিত গোটা বালুরঘাট শহরসহ সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। সংস্থার কোচ, কর্মকর্তা এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা আশা প্রকাশ করেছেন, এই তরুণ প্রতিভারা আগামী দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের মঞ্চেও সাফল্য বজায় রেখে জেলার পাশাপাশি রাজ্য ও দেশের নাম আরও উজ্জ্বল করবে।

একই দড়িতে মা ও ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার কালনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শ্বশুর বাড়িতে একই দড়িতে মা এবং ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কালনা থানার অন্তর্গত মেদগাছি এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন আমিনা খাতুন (২৫) এবং তার পুত্র আরিস শেখ (৩)। বুধবার সকালের এই ঘটনা কে ঘিরে রহস্যের দানা বাঁধে। মৃত ওই গৃহবধুর বাবা রফিজুল শেখ দাবি করেন, কোনো ঘটনা কিছু না ঘটলে তার মেয়ে এই রকম কিছু করবে না। মৃত্যুর পিছনে রহস্য রয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ উদঘাটন করুক পুলিশ। তবে একই দড়িতে মা এবং ছেলের মৃতদেহ উদ্ধারে উঠছে প্রশ্ন। তবে কি নিজে সন্তানকে মেরে ঝুলিয়ে নিজে আত্মঘাতী হয়েছে মা? নানান প্রশ্ন দানা বাঁধছে এই ঘটনা সামনে আসার পর মৃতার স্বামী জোহাদুল শেখ জানান, সকালবেলাতেও তার সাথে ভালোভাবে কথা হয়েছে, প্রতিদিনের মতন তিনি কাজে চলে যান। পরে ফোন মারফত জানতে পারেন এই ঘটনা। কি কারণে এমন করল স্ত্রী কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। মৃতের প্রতিবেশীরা জানান, একই দড়িতে ছেলে এবং ওই গৃহবধুর ঝুলন্ত মৃতদেহ ঝুলতে দেখেন তারা। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকরা দুই জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে কালনা থানার পুলিশ।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনষ্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
KOLHL18000705	1. অরুণাভ মুখার্জী – ঋণগ্রহীতা 2. মালবিকা মুখার্জী – সহ-ঋণগ্রহীতা 3. মণীষা মুখার্জী গাঙ্গুলী – সহ-ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি-। স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সেই সম্পূর্ণ জমি ও ভূখণ্ডের পরিমাপ প্রায় 02 কাঠা, 06 ছটাক ও 40 বর্গফুট। উহার ওপর দণ্ডায়মান প্রায় 250 বর্গফুট পরিমাপের কাঠামোর সঙ্গে একত্রে যেটা 24 পরগণা (দক্ষিণ) জেলাতে, সোনারপুর থানার অন্তর্গত রাজপুর–সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ 700 151–এর সীমার মধ্যেই, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 25 অধীনে বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 229 এবং কে. এ. এম. রায়চৌধুরী রোড হিসাবে পরিচিত ও নাম্বারযুক্ত, জগদ্দল মৌজায় খতিয়ান নং 430, জে.এল. নং 71 অধীনে দাগ নং 3347–এর অংশ গঠন করে। পূর্বে: ব্লক নং 2 এবং 3347 দাগ নং জমি পশ্চিমে: 8 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ উত্তরে: প্লট নং 5 জমি দক্ষিণে: 8 ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ	24/04/2026	22/04/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ51,15,562.10– (একান্ন লাখ পনেরো হাজার পাঁচশো বাষট্টি টাকা এবং দশ পয়সা)	17-07-2026 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 23.07.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

আঞ্চলিক অফিস: বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের কাছে
বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১
ই-মেইল: recvbankro@centralbank.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। এই সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল, প্রতীকী দখল (বিশেষভাবে সম্পত্তির বিপরীতে চিহ্নিত) **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী **"যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়"** এবং **"যা আছে সেই অবস্থায়"** এবং **"যা কিছু আছে সেই অবস্থায়"** বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে তোলা সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নিতে হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত আছে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট / দোকান / জমি / ভবন ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমান গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতি অনিমা ব্যানার্জী সহ-ঋণগ্রহীতা: শ্রী তপন কুমার ব্যানার্জী জামিনদার: বিনয় কুমার মুখার্জী শাখা অফিস: বাঁকুড়া	১. শ্রীমতি অনিমা ব্যানার্জী, স্বামী- শ্রী তপন কুমার ব্যানার্জী ২. শ্রী তপন কুমার ব্যানার্জী, পিতা- প্রয়াত রতিকান্ত ব্যানার্জী বিবেচনাধীন সম্পত্তিটি হলো ৪.০০ ডেসিমেল জমির উপর একটি তিন তলা, আরসিসি ফ্রেমযুক্ত, আরসিসি ছাদযুক্ত, ইটের তৈরি আবাসিক ভবন, যা শঙ্করহাটি, সানবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, পোঃ - বাঁকুড়া, থানা - বাঁকুড়া, জেলা - বাঁকুড়া-তে অবস্থিত, যা ১০ ফুট চওড়া পিসিসি রাস্তার ধারে। ল্যান্ডমার্ক: মুড়রা সর্বজনীন দুর্গোৎসবের কাছে, মৌজা - শঙ্করহাটি, জে.এল. নং ২০৩, এল.আর. প্লট নং ২১৮ / এল.আর. খতিয়ান নং ৫৩৩, ৫৩৪-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তি আইডি: CBINBANK0115ANIMA	ক) ২৭.০৯.২০১৮ খ) ২৬,১১,৫২৮.০০ টাকা গ) ১৫.১২.২০১৮ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আরপি: ৪৪,৪২,৪১৯.০০ টাকা ইএমডি: ৪,৪৪,২৪১.০০ টাকা বিআইএ: ২০,০০০.০০ টাকা
২.	শ্রী দেবজ্যোতি ঘটক (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতি প্রতিমা ঘটক (সহ-ঋণগ্রহীতা) শাখা অফিস: মেদিনীপুর	শ্রীমতি প্রতিমা ঘটক (সহ-ঋণগ্রহীতা), স্বামী- প্রয়াত দেবাশিস ঘটক বিবেচনাধীন সম্পত্তিটি হলো ০২.৬৯ ডেসিমেল বাস্তু জমি, যা বিদ্যাসাগর পল্লী, মৌজা-বল্লভপুর, জে.এল. নং ১৮৩, আর.এস. প্লট নং ২৩০১ এবং এল.আর. প্লট নং ২৩০৫ এবং ২৩০৬, আর.এস. খতিয়ান নং ১৯, মেদিনীপুর পৌরসভার মধ্যে, পোঃ - মেদিনীপুর, থানা - মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন - ৭২১ ১০১-এ অবস্থিত। এলাকাটি আবাসিক এবং সমস্ত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা যেমন স্কুল, সরকারি অফিস, ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ইত্যাদি সম্পত্তি থেকে ৫ কিমি দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। সম্পত্তি আইডি: CBINBANK1308DEBOJ	ক) ০৪.০৩.২০২২ খ) ৭,৭০,৩৪৭.০০ টাকা গ) ১৩.০১.২০২৩ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আরপি: ১১,৯৭,৪৫০.০০ টাকা ইএমডি: ১,১৯,৭৪৫.০০ টাকা বিআইএ: ২০,০০০.০০ টাকা
৩.	মেসার্স ওম মিশ্র, স্বত্বাধিকারী: ওম মিশ্র ঋণগ্রহীতা: ওম মিশ্র জামিনদার: শ্রীমতি প্রিয়া মিশ্র শাখা অফিস: পুরুলিয়া	নিম্নরূপ বাণিজ্যিক জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক: ক) ২৪.০.২০১৮ তারিখের টাইটেল ডিড নং I-১৪০২০০২৭২, খ) ২৪.০.২০১৮ তারিখের টাইটেল ডিড নং I-১৪০২০০২৭০, গ) ২৪.০.২০১৮ তারিখের টাইটেল ডিড নং I-১৪০২০০২৭১, গ্রাম ও মৌজা - গাংগারা, পোঃ - পুরুলিয়া, থানা - পুরুলিয়া (এম) পিন - ৭২৩ ১৪৮, জে.এল. নং ১৪৮, আর.এস ও এল.আর প্লট নং ২৫৩৪ (পি) এবং ২৫৪৯ আর.এস খতিয়ান নং ৮২ রাঘবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গাংগারা গ্রামে অবস্থিত, জেলা - পুরুলিয়া, মোট আয়তন ১৫৪ ডেসিমেল। সম্পত্তি আইডি: CBINBANK0116OMMISHRA	ক) ০২.১০.২০১৯ খ) ১,৮৩,৫৭,৮৭২.০০ টাকা গ) ১৩.০৮.২০২০ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আরপি: ৭০,৯৪,০০০.০০ টাকা ইএমডি: ৭,০৯,৪০০.০০ টাকা বিআইএ: ২০,০০০.০০ টাকা
৪.	মেসার্স প্রিয়া এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: প্রিয়া মিশ্র ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতি প্রিয়া মিশ্র জামিনদার: শ্রী ওম মিশ্র শাখা অফিস: পুরুলিয়া	সম্পত্তিটি শ্রী ওম মিশ্রের, যিনি মেসার্স প্রিয়া এন্টারপ্রাইজের জামিনদার দোকানটি মা জগদম্বা অ্যাপার্টমেন্টের একতলায় অবস্থিত, হোল্ডিং নং ২০৭/১, এস. সি. সেন রোড, কালী মন্দিরের কাছে, মৌজা - পুরুলিয়া, জে.এল. নং ২৯২/২, আর.এস. প্লট নং ১৪২৮১, আর.এস. খতিয়ান নং ২৬৭৯, ওয়ার্ড নং ১৪, পোঃ - পুরুলিয়া, থানা - পুরুলিয়া (টি), পিন - ৭২৩ ১০১, জেলা - পুরুলিয়া, মোট আয়তন ৭৮৪ বর্গফুট। সম্পত্তি আইডি: CBINBANK0116PRIYA	ক) ১৩.১১.২০১৯ খ) ১,৬৪,৬১,৮৩৮.০০ টাকা গ) ১৩.০৮.২০২০ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আরপি: ৩৭,৮৮,০০০.০০ টাকা ইএমডি: ৩,৭৮,৮০০.০০ টাকা বিআইএ: ২০,০০০.০০ টাকা
৫.	মেসার্স উৎকল অ্যাকোয়া ইন্ডাস্ট্রিজ স্বত্বাধিকারী: কিষাণ কুমার স্বামী ঋণগ্রহীতা: কিষাণ কুমার স্বামী শাখা অফিস: পুরুলিয়া	২০১১ সালের টাইটেল ডিড নং I-০২৯৮৫ এর অধীনে বাণিজ্যিক জমি ও বাণিজ্যিক ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, মৌজা - রাঘবপুর, পোঃ - রাঘবপুর, থানা - পুরুলিয়া (এম), জে.এল. নং ৬৬, আর.এস প্লট নং ২০৪ (পি), আর.এস খতিয়ান নং ৫১৮ রাঘবপুর, জেলা - পুরুলিয়ায় অবস্থিত। মোট আয়তন ৫৬ ডেসিমেল। সম্পত্তি আইডি: CBINBANK0116UTKAL	ক) ০৬.১২.২০২৪ খ) ১৩,৫০,২৯১.০০ টাকা গ) ০১.০৩.২০২৫ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আরপি: ১,৪০,২৪,৫০০.০০ টাকা ইএমডি: ১৪,০২,৪৫০.০০ টাকা বিআইএ: ২০,০০০.০০ টাকা
৬.	উত্তম কুমার ব্যানার্জী, পিতা- শ্রী শিশির কুমার ব্যানার্জী এবং শ্রী শুভদীপ ব্যানার্জী, পিতা- শ্রী উত্তম কুমার ব্যানার্জী শাখা অফিস: রঘুনাথপুর	শ্রী উত্তম কুমার ব্যানার্জী, পিতা- শ্রী শিশির কুমার ব্যানার্জীর নামে আবাসিক বাড়ি যা আর.এস প্লট নং ৫৭৮০ এবং ৫৭৭৮, খতিয়ান নং ৫৬২, এল.আর খতিয়ান নং ২৪৯০, মৌজা- সানকা, জে.এল. নং ১১৬, গ্রাম + পোঃ - সানকা, থানা - রঘুনাথপুর, সানকা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - পুরুলিয়া, পিন - ৭২৩১২১ এ অবস্থিত। বিক্রয় দলিল নং I-১০৯ তারিখ ০৭.০১.১৯৯২ সম্পত্তি আইডি: CBINBANK3427UTTAM	ক) ১৬.০৩.২০২০ খ) ১৬,২১,০০০.০০ টাকা গ) ১৩.০৮.২০২০ (প্রতীকী দখলের অধীনে)	আরপি: ১৯,৩৮,০০০.০০ টাকা ইএমডি: ১,৯৩,৮০০.০০ টাকা বিআইএ: ২০,০০০.০০ টাকা

ই-অকশন	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ও সময়	ইএমডি পরিমাণ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
সকল সম্পত্তির জন্য	১২ আগস্ট, ২০২৬ দুপুর ১২:০০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা	১৭ আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা	২৪ আগস্ট, ২০২৬ বিকাল ৪:০০ টা	২৪শে আগস্ট, ২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ৮(৬) বিধি অনুযায়ী ৩০ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অকশনটি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে: ই-অকশন এজেন্সির ওয়েবসাইট **https://baanknet.com/** ই-অকশন এজেন্সির যোগাযোগের বিবরণ হল: **পিএসবি অ্যালায়েন্স ইবিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং: +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০**, ই-মেইল: **support.baanknet@psballiance.com**
বিডার নিবন্ধন এবং ইএমডি পেমেন্ট/ফেরত সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য: ই-মেইল: **support.baanknet@psballiance.com**। কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন হেল্পডেস্ক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করুন।
বিডারদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে:
ধাপ ১: বিডার/ক্রেতা নিবন্ধন: বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল-আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com/** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: ই-কেওয়াইসি এর অংশ হিসাবে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই করা হবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধাপ ১ এবং ২ বিডারকে অনেক আগে থেকে সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডি পরিমাণ: আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের নিলামের সময়/আগে তাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোডের (অর্থাৎ এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাংকিং) মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যদি গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ না থাকে, তবে সিস্টেম বিড করার অনুমতি দেবে না। নিবন্ধন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর নিলামের সময়ের অনেক আগে সম্পন্ন করতে হবে। বিডাররা এক বা একাধিক সম্পত্তির জন্য অফার দিতে পারেন। শুধুমাত্র তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকলেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন। বিড করার সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>=ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফারের ক্ষেত্রে বিডারদের প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ অনেক আগে থেকে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইএমডি পরিশোধ/অকশন প্রক্রিয়াকালে বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
ধাপ ৪: বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল: আগ্রহী নিবন্ধিত বিডাররা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারবেন।
যদি কোনো সম্পত্তির জন্য একক বিডার থাকে, তবে সেই একক বিডারকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে উপরের সারণীতে উল্লিখিত বিড বৃদ্ধির পরিমাণের সমান বা তার বেশি অফার বাড়াতে হবে, অন্যথায় তাকে সফল বিডার হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার থাকবে না।
অকশন চলাকালীন ইএমডি পরিশোধ/বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংকগুলির ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.bank.in** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ২২.০৭.২০২৬
স্থান: বাঁকুড়া
যোগাযোগ নং: ৭৭৮৭৯৬৪৭৪৬
অনুমোদিত অফিসার
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতির পরিমাণ, উদ্বিগ্ন হিমন্ত

চড়াইদেও (অসম), ২২ জুলাই: উজান অসমে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে প্লাবিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা। চড়াইদেও জেলায় বন্যার জলে প্লাবিত কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখার পাশাপাশি ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত বন্যাদুর্গত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। সঙ্গে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী দুর্গম এলাকায় আটকে পড়া মানুষদের কাছে পৌঁছাতে উদ্ধারকারী দলগুলির সামনে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, তাও খতিয়ে দেখেছেন।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি সত্যিই ভয়াবহ, বলা যায় প্রলয়ঙ্কর। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিক ভাবে যা কল্পনা করা হয়েছিল, সে তুলনায় অনেক বেশি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবারের বন্যা এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। বিপুল সংখ্যক মানুষ ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন, আবার বহু পরিবার এখনও বন্যার জলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন। ইতিমধ্যেই একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এখনও বিভিন্ন এলাকা থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হচ্ছে।' হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'আকস্মিক ক্লাউড বার্স্টের জেরে অসমের এমন বহু জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে কখনও এ ধরনের প্রভাব দেখা যায়নি। আমাদের উদ্ধারকারী দল দিনরাত নিরলসভাবে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে, সর্বাত্মক চেষ্টা করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে।' ড. শর্মা জানান, ভারতীয় সেনাবাহিনী, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স, স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স এবং রাজ্য সরকার যৌথ ভাবে বন্যাকবলিত জেলাগুলিতে উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

ত্রাণ ও দুর্যোগ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের ত্রাণ তহবিলের সম্পূর্ণ অর্থই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আসে। তাঁর কথায়, 'রাজ্য সরকারের ত্রাণ তহবিলের শতভাগ অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার প্রদান করে। বন্যা মোকাবিলা, উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থই বরাদ্দ করে কেন্দ্র।' তিনি আরও জানান, আগাম নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থের জন্যও আবেদন করা হবে। 'প্রয়োজন হলে আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছেও অতিরিক্ত তহবিলের আবেদন জানাব,' বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উদ্ধবের সঙ্গে বৈঠক কেজরির শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: নিট প্রশ্নফাঁস এবং দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলা ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সুর আরও তীব্র হল। বুধবার শিবসেনার (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে বৈঠক করলেন আম আদমি পার্টির (এএপি) জাতীয় আহ্বায়ক ও দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সাংসদ সঞ্জয় রাউতের বাসভবনে এই বৈঠক হয়। বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানান কেজরিওয়াল।

বৈঠকের পর কেজরিওয়াল বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং যুবসমাজের দেশজুড়ে চলা আন্দোলন নিয়ে উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাঁর দাবি, যন্তর -মন্তরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তরুণরা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন, ক্ষুব্ধ এবং হতাশ। মঙ্গলবার তিনি নিজে যন্তর-মন্তরে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে উদ্ধব ঠাকরেও সেখানে গিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন।

কেজরিওয়াল বলেন, সারা রাত কনট প্লেস, জনপথ এবং যন্তর-মন্তরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যুবকদের ভিড় ছিল। এই তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ। তাঁর অভিযোগ, একের পর এক প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সরকারের দায়িত্ব ছিল। কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে যুবসমাজ যখন রাস্তায় নেমেছে, তখন তাঁদের উপর লাঠিচার্জ ও পুলিশি বলপ্রয়োগ করা হয়েছে।

তিনি প্রশ্ন তোলেন, যখন একের পর এক মন্ত্রীকে বদল করা যায়, তখন শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করতে পারেন না কেন? কেজরিওয়ালের দাবি, নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করা উচিত এবং দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ করা দরকার। তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের প্রতি আম আদমি পার্টির সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন শিবসেনার (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরেও। নিট প্রশ্নফাঁস এবং আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশি পদক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে তিনি অভিযোগ করেন, গণতান্ত্রিক ভাবে প্রতিবাদ জানানো মানুষদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করা হচ্ছে। এই ধরনের পদক্ষেপকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলেও মন্তব্য করেন তিনি। উদ্ধব ঠাকরের অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এই ধরনের আচরণের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ আরও বাড়ছে। তিনি স্পষ্ট জানান, সিজেপি এবং ছাত্রছাত্রীদের চলমান আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন থাকবে।

বেশ কিছু সামরিক পদে প্রাক্তন অগ্নিবীরদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ

সোমা মুখোপাধ্যায়: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক মঙ্গলবার লোকসভাকে জানিয়েছে যে, সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস এবং আসাম রাইফেলসে কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) ও রাইফেলম্যান পদের জন্য প্রাক্তন অগ্নিবীরদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হবে। একটি লিখিত প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন যে, সরকার এই পদগুলোর জন্য 'প্রাক্তন-অগ্নিবীর' নামে একটি নতুন ক্যাটাগরি বা শ্রেণি তৈরি করেছে। এই ক্যাটাগরির আওতায় শূন্যপদের ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ, নির্ধারিত সর্বোচ্চ বয়সসীমায় তিন বছরের ছাড় এবং প্রাক্তন-অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচের প্রার্থীদের জন্য অতিরিক্ত আরও পাঁচ বছরের বয়সের ছাড়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়া তিনি জানিয়েছেন যে, সিএপিএফ এর কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) ও রাইফেলম্যান পদের জন্য আবেদনকারী প্রাক্তন অগ্নিবীরদের শারীরিক মাপজোখ পরীক্ষা শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এ ছাড়াও, তিনি সিএপিএফএর কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) এবং রাইফেলম্যান পদের বিষয়ে কথা বলেন। রাই বলেন, 'প্রাক্তন অগ্নিবীরদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের অগ্রগতির সুবিধার্থে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে একটি বিশেষ 'প্রাক্তন অগ্নিবীর শাখা' গঠন করা হয়েছে'।

উল্লেখ্য যে, অগ্নিবীরদের প্রথম ব্যাচের চার বছরের মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'প্রতিটি নিয়োগ বছরে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে (৫০ শতাংশ কোটা-সহ) প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া, বার্ষিক শূন্যপদের ১০ শতাংশ প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্যএই এবং সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ কমব্যাটাইজড কনস্টেবলদের (ট্রেডসম্যান) জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে।' সিআরপিএফ গত বছরের মে মাসে তাদের নিয়োগ বিধিতে অনুরূপ পরিবর্তন এনেছিল।

সুরক্ষাজনিত কারণে দিল্লিতে পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত ১৬ মেট্রো স্টেশন বন্ধ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: সুরক্ষাজনিত কারণে দিল্লিতে পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত ১৬টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয়েছে। ডিএমআরসি জানিয়েছে, লোক কল্যাণ মার্গ, রাজীব চক, প্যাটেল চক, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, বারখাম্বা রোড, সুপ্রিম কোর্ট, সেবা তীর্থ, জনপথ, মান্ডি হাউস, সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, আইটি, দিল্লি গেট, ইন্দ্রপ্রস্থ, খান মার্কেট, জোর বাগ ও শিবাজি স্টেডিয়াম মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখা হয়েছে। দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন আরও জানিয়েছে, নিরাপত্তাজনিত কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জনপথ, রাজীব চক, প্যাটেল চক এবং সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট মেট্রো স্টেশনগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে। রাজীব চক এবং সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েটে ইন্টারচেঞ্জের সুবিধা রয়েছে। উল্লেখ্য, যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভের জেরে এই বন্ধের ঘোষণা করা হয়েছে।

জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকে রাজি সিজেপি

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে আলোচনায় বসার প্রস্তাব পেয়েছে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। দলের প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস বুধবার জানান, সকালে পুলিশ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানায় যে জেপি নাড্ডা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে চান। সৌরভ দাস বলেন, 'আমরা কারও অফিসে যাব না। তবে যন্তর-মন্তরের কাছে কোনও নিরপেক্ষ স্থানে বৈঠক করা যেতে পারে।' তিনি জানান, আলোচনার জন্য সিজেপি নিরপেক্ষ স্থানেই বৈঠকে বসতে আগ্রহী।

প্রসঙ্গত, ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে দিল্লির যন্তর-মন্তরে সিজেপির আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি, নিট-সহ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়ম এবং প্রশ্নফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দিল্লির যন্তর-মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) আন্দোলন চলছে। ২০ জুলাই সংসদ ভবন অভিযানের সময় পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি পদক্ষেপের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব এসেছে।

NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Bhagirathpur GP, Msd from bonafied agencies for 1 no of works in the **NIeT 01/DOM/ BGP/15th FC (Tied)/ 26-27, dt 22/07/2026.** Last date of bid submission **05/08/2026 up to 14:00 hrs** for details visit **www.wbtenders. gov.in**
Sd/- Pradhan, Bhagirathpur GP, Murshidabad.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এমসি-ইএনএইচএম-এইচডব্লুএইচ-সেপ্টিকট্যাঙ্ক-২৬, তারিখ ২০.০৭.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইএনএইচএম অ্যান্ড এফআরটি./হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/ সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদন করা হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে বাতিল করা হবে। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিশনে ০৩ বছরের (১০৯৫ দিন) জন্য নিউ ডিআরএম বিল্ডিং সহ খেল পরিসর সমেত স্টেশন ও কলোনিতে সেপ্টিক ট্যাঙ্কের জমা নোংরা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৩৬,৬৯,৭৬১.৫২ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ৭৩,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ৩,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১০৯৫ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। **বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.০৭.২০২৬। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৭.২০২৬ তারিখ, দুপুর ০১.৫১ মিনিট। **অফারের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন।
(HWH-227/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ময়দান

হাসপাতালে পরিণত টিম ইন্ডিয়া! বড় তদন্তে নামছে বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: চোট যেন এখন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। একের পর এক ক্রিকেটার ছিটকে যাওয়ায় টিম ইন্ডিয়ার পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে বেঙ্গালুরুর বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স কার্যত পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। জাতীয় দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার সেখানে চিকিৎসা, ফিটনেস পরীক্ষা এবং রিহ্যাবের মধ্যে রয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, এত চোটের আসল কারণ কী? শুধুই দুর্ভাগ্য, নাকি ফিটনেস ব্যবস্থাপনাতেই রয়েছে বড়সড় ত্রুটি?

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, চলতি সপ্তাহের শেষ নাগাদ প্রায় বারো জন ভারতীয় ক্রিকেটার বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে থাকবেন। ইতিমধ্যেই সেখানে রয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া, নীতীশকুমার রেড্ডি, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা এবং আকাশ দীপ। খুব শিগগিরই তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন ওয়াশিংটন সুন্দর-সহ আরও কয়েকজন ক্রিকেটার। আগামী মাসে শ্রীলঙ্কা সফর থাকায় কয়েকজনের ফিটনেস মূল্যায়নও করা হবে। সেই তালিকায় মহম্মদ সিরাজ এবং রবীন্দ্র জাদেজার নামও উঠে আসছে।

শুধু জাতীয় দলের তারকারাই নন, ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার আগে সরফরাজ খান, মুশির খান এবং অভিষেক পোড়েলের মতো ক্রিকেটারদেরও এই কেন্দ্রেই ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হয়েছে। ফলে স্পষ্ট, ভারতীয় ক্রিকেটে চোটের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে। সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়, বিসিসিআই নিজেই নাকি সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের কাজকর্মে সন্তুষ্ট নয়। বোর্ডের এক সূত্রের মতে, বারবার হ্যামস্ট্রিং এবং পেশির চোট পাওয়ার ঘটনা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে অনেক ক্রিকেটার পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার আগেই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরে আসছেন। এর পিছনে টিম ম্যানেজমেন্ট, মেডিক্যাল টিম এবং ফিটনেস বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

অভিযোগ আরও গুরুতর। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের পর থেকে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) আর হালনাগাদ করা হয়নি। আধুনিক ক্রিকেটে যেখানে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে পুরনো নিয়ম মেনে কাজ চললে চোটের ঝুঁকি বাড়তেই পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। কয়েকজন ক্রিকেটারের উদাহরণও সামনে এসেছে।

নীতীশকুমার রেড্ডি নাকি আরও দ্রুত গতিতে বল করার চেষ্টা করতে গিয়ে হাঁটুতে চোট পান। পরে তাঁর ওজন বেড়ে গেলেও তাঁকে দ্রুত মাঠে ফেরানোর চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। একই ধরনের প্রশ্ন উঠেছে হর্ষিত রানার ক্ষেত্রেও। ওয়াশিংটন সুন্দরকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে দ্রুত দলে ফেরানো হয়েছিল বলেও আলোচনা চলছে। আবার ইংল্যান্ড সফরে চোট পাওয়া আকাশ দীপের পুনর্বাসন নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে বিসিসিআই পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোর্ডের লক্ষ্য, কোথায় সমস্যা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে কীভাবে এই ধরনের চোট কমানো যায়, তার স্থায়ী সমাধান বের করা। কারণ সামনে রয়েছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্ট। তার আগে দলের মূল ক্রিকেটারদের বারবার চোটে হারানো ভারতীয় দলের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা হতে পারে। সম্প্রতি ভারতের টেস্ট ও ওয়ানডে অধিনায়ক শুভমান গিলও একই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর বক্তব্য, যদি প্রতি সিরিজে বা প্রায় প্রতিটি ম্যাচের আগে চোটের কারণে দল বদলাতে হয়, তা হলে বিশ্বকাপের মতো বড় প্রতিযোগিতার জন্য স্থায়ী পরিকল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়বে। একটি সফল দল গড়ে তুলতে নিয়মিত একই ক্রিকেটারদের একসঙ্গে খেলানো জরুরি, আর সেটাই এখন সম্ভব হচ্ছে না।

ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু সেই প্রতিভাকে দীর্ঘদিন সুস্থ রেখে মাঠে নামানোই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই শুধু চোট সারানো নয়, চোট প্রতিরোধের পরিকল্পনাতেও জোর দিতে হবে। ফিটনেস, ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট, চিকিৎসা এবং টিম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে আরও ভালো সমন্বয় গড়ে তুলতে পারলেই ভবিষ্যতে এই সংকট অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে। ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে বিসিসিআইয়ের সামনে সেটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ফের সেনাপ্রধান বদল ইউক্রেনের

কিয়েভ, ২২ জুলাই: রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সাড়ে চার বছরের মাথায় দ্বিতীয় বার সেনাপ্রধান বদল করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মঙ্গলবার জেনারেল আলেকজান্ডার সিরস্কিকে বরখাস্ত করে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জেনারেল মিখাইলো দ্রাপাতই। জেনারেল দ্রাপাতইর সহকারি (চিফ অফ জেনারেল স্টাফ) পদে নিয়োগ করা হয়েছে মেজর জেনারেল ইহর স্কাইবুককে। এর আগে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল ভ্যালেরি জালুঝনিকে বরখাস্ত তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জেনারেল সিরস্কিকে। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ফৌজ ইউক্রেনে অভিযান শুরু করা ইস্তক কিভের সামরিক প্রতিরোধে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন জালুঝনি। সে সময় ইউক্রেন সেনার পদাতিক বাহিনীর (কোর অফ ইনফ্যান্ট্রি) প্রধান ছিলেন সিরস্কি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE
E.E Berhampore Division–I, PWD invites Short Notice Inviting Bid No– 06 of 2026-27 for the work of-
1. Urgent temporary logistics arrangement in connection with the visit of The Hon'ble Chief Minister, West Bengal at Gobindapur, Karnasubarna and Berhampore in the District of Murshidabad on 23.07.2026.
2. Emergent civil works in connection with the visit of The Hon'ble Chief Minister, West Bengal at Gobindapur, Karnasubarna and Berhampore in the District of Murshidabad on 23.07.2026.
Off-Line Short Notice Short Notice Inviting Bid No – 06 of 2026-27.
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I.
Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **23/07/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents on **23/07/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **23/07/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **23/07/2026 at 03.00 PM.**
Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I P.W.D.

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Supply, Carriage, Loading and Unloading of 70 MT Chlorine Gas for Angadpur Water Treatment Plants (14 MGD & 15 MGD) under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-04/26-27(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5017213_1 ● Est. Amt: Rs. 13,21,600.00
Last Date : **06.08.2026 upto 5.00 PM**
2) Name of the Work : Alternative Source of drinking water by Installation of Submersible Pump through Rig Boring System at Hazrapara, Ward No.-02 under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-218/25-26(3rd call)
Tender ID : 2026_MAD_5017220_1 ● Est. Amt: Rs. 8,07,485.00
Last Date : **30.07.2026 upto 5.00 PM**
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Engineer, DMC

আদ্রা ডিভিসনের বিজ্ঞাপন ও ক্যাটারিং চুক্তি সংক্রান্ত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফে, সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা ডিভিসনের বিজ্ঞাপন ও ক্যাটারিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন: **ক্রমিক নং.; বিভাগ; নিলাম ক্যাটালগ নং.; লট নং./বিভাগ; নিলাম শুরু (সকল লট); নিলাম শেষ তারিখ/সময়: (১) এডিভিটি;** এডিভিটি৮৫; এডিভিটি-আদ্রা-বিকেএসসি-ওএসএন-১০৫-২৩-১ [বিজ্ঞাপন-স্টেশন প্রাঙ্গন (নন-ডিজিটাল)], এডিভিটি-আদ্রা-জেপিএইচ-ওএসএন-১৩০-২৫-১ [বিজ্ঞাপন-স্টেশন প্রাঙ্গন (নন-ডিজিটাল)], এডিভিটি-আদ্রা-সিজেএন-ওএসএন-১৩১-২৫-১ [বিজ্ঞাপন-স্টেশন প্রাঙ্গন (নন-ডিজিটাল)]; ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ, সময়: ১২:০০:০০; ০৩.০৮.২০২৬ তারিখ, সময়: ১২:৫০:০০; **(২) ক্যাটারিং;** সিএটিজি৫৩; সিএটিজি-আদ্রা-জিইউজি-জিএমইউ-১০২-২৬-১ [ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনর ইউনিট (জিএমইউ)], সিএটিজি-আদ্রা-বিকিউএ-এসএমইউ-৯৩-২৬-১ [ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)], সিএটিজি-আদ্রা-জেওসি- এসএমইউ-৯৮-২৬-১ [ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)]; ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ, সময়: ১২:০০:০০; ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ, সময়: ১২:৩০:০০; **দ্রষ্টব্য:-** সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের **(www.ireps.gov.in)** ই-নিলাম মডিউল পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে অধঃস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।
(PR-506) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/আদ্রা
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

মেসির ‘সব ভুলে যাও’ ভাষণ নিয়ে জল্পনা, অবশেষে ম্যাক আলিস্টারের সূত্রে যা জানা গেল

মেসির সঙ্গে আরও একটি বিশ্বকাপ খেললেন ম্যাক আলিস্টার, তবে দ্বিতীয়বার শিরোপা জেতা হয়নি।

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে সতীর্থদের উদ্দেশে লিওনেল মেসির দেওয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য নিয়ে দুই দিন ধরে তুমুল আলোচনা চলছে আর্জেন্টিনা সমর্থকদের মধ্যে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিও দেখে অনেকেরই ধারণা, ফাইনালের আগে হয়তো দলের ভেতরে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছিল কিংবা বাইরে থেকে কোনো চাপ ছিল।

এবার আর্জেন্টিনা দলের মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টারের সূত্রে এ বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম এল নাসিওন জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলেকে বার্তা পাঠিয়েছিলেন আ্যালেক্সিসের বাবা কার্লোস ম্যাক আলিস্টার। তিনি আলেক্সিসের কাছ থেকে জানতে পারেন, মেসির কথার অর্থ মোটেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া নানা ব্যাখ্যার মতো ছিল না।

ফাইনালের আগে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, ড্রেসিংরুম থেকে বের হওয়ার সময় সতীর্থদের উদ্দেশে মেসি বলছেন, ‘চলো সবাই। শান্ত থাকো, শান্ত থাকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শান্ত থাকি। সবকিছু ভুলে যাই। শুধু খেলি। শুধু খেলাটার কথাই ভাবি।’

ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর অনেক সমর্থক প্রশ্ন তুলেছিলেন, ঠিক কী ‘ভুলে যেতে’ বলছিলেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক? ফাইনালের আগে কি দলের ভেতরে কোনো সমস্যা হয়েছিল? নাকি স্পেনের পক্ষ থেকে রেফারিং নিয়ে অভিযোগ, বাইরের সমালোচনা কিংবা অন্য কোনো বিষয়কে ইঙ্গিত করেছিলেন তিনি?

রেডিও লা রেদকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কার্লোস ম্যাক আলিস্টার বলেন, তিনিও শুরুতে একই প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আমি আলেক্সিসকে বার্তা পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কী হয়েছিল? ড্রেসিংরুমে কোনো ঘটনা ঘটেছিল? আমি নিজেও উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমি যদি এমনটা ভেবে থাকি, তাহলে অন্যরা কী ভেবেছে, সেটা সহজেই বোঝা যায়।’

এরপর ছেলে কী উত্তর দিয়েছিলেন, সেটি জানিয়ে কার্লোস ম্যাক আলিস্টার বলেন, ‘সে আমাকে বলেছে, না। ওরা ফুটবলের বিষয়েই কথা বলছিল। অর্থাৎ, মাঠে নেমে খেলতে হবে, পাস দিতে হবে, বল ঘোরাতে হবে, ত্রিভুজ তৈরি করতে হবে। অকারণে লম্বা বল খেলবে না বা বল নষ্ট করবে না;এটাই বোঝানো হয়েছিল।’

কার্লোসের মতে, ভিডিওর ছোট্ট একটি অংশ ছড়িয়ে পড়ায় সেটিকে ঘিরে অপ্রয়োজনীয় জল্পনা তৈরি হয়েছে, ‘এরপরই নানা সন্দেহ তৈরি হয়। কয়েক দিন ধরে অনেকেই আমাকে লিখেছেন, নানা রকম ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সে দিন স্পেন আমাদের চেয়ে ভালো খেলেছে।’

কার্লোস আরও বলেন, ‘কখনো কখনো মেনে নিতে হয় যে প্রতিপক্ষ আপনার চেয়ে ভালো ছিল। তার মানে এই নয় যে আমাদের দল সর্বোচ্চ চেষ্টা করেনি। ছেলেরা সর্বস্ব দিয়েছিল, কিন্তু সেদিন স্পেনই ভালো খেলেছে।’

সেমিফাইনালের পর গ্যালারিতে ম্যাক আলিস্টার পরিবার। আলেক্সিসের পাশে বাবা কার্লোস।

ফাইনালের আগে সতীর্থদের কেন সব ভুলতে বলেছিলেন মেসি, কী ঘটেছিল আর্জেন্টিনার ড্রেসিংরুমে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাসছে। সেখানে ফাইনালের আগে সতীর্থদের প্রতি লিওনেল মেসির কথা শুনে একটু খটকা লাগে। ঠিক কী ঘটেছে, তা নিয়ে এখন আলোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমগুলো এ নিয়ে প্রতিবেদন করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, ফাইনালের আগে ইনস্টাগ্রামে আবেগঘন বার্তা দেওয়া মেসি কেন ড্রেসিংরুম থেকে বের হওয়ার সময় সতীর্থদের সবকিছু ভুলে যেতে বললেন?

টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, আর্জেন্টিনা অধিনায়ক ড্রেসিংরুম থেকে বের হওয়ার সময় সতীর্থদের বলছেন, ‘সবাই শান্ত হও। আসল বিষয় হলো আমাদের শান্ত থাকতে হবে।’ এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোড়ন তুলেছে মেসির পরের কথাগুলো, ‘এসো সবকিছু ভুলে যাই। আমরা শুধু খেলি। চলো শুধু খেলায় মন দিই।’

ভিডিওতে দেখা গেছে, ড্রেসিংরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলার সময় মেসির সতীর্থরা সবাই শান্তই ছিলেন। তবে প্রশ্ন উঠেছে, ফাইনালের আগে এনজো ফার্নান্দেজ-এমিলিয়ানো মার্তিনেজদের ঠিক কী ভুলে যাওয়ার কথা বলেন মেসি?

৩৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার কী ইঙ্গিত করছিলেন, তা পরিষ্কার না হলেও ফাইনালের আগে সমালোচনার মুখে পড়েছিল আর্জেন্টিনা দল। প্রতিপক্ষ স্পেনের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে রেফারিংয়ে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার অভিযোগ তোলা হয়।

ফাইনালের আগে স্পেনের ডিফেন্ডার এমেরিক লাপোর্ত বলেছিলেন, ‘সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোয় রেফারিং নিয়ে এমন কিছু ঘটনা দেখেছি, যা সত্যিই বিস্মিত করেছে। কিছু ঘটনায় কোনো শাস্তিই দেওয়া হয়নি, বিশেষ করে আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে। তারা প্রতিপক্ষের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। ফুটবলে, বিশেষ করে এত বড় প্রতিযোগিতায় এসব কখনোই অনুমোদন করা উচিত নয়। কারণ, এতে প্রতিপক্ষের মনোযোগ নষ্ট হয় এবং হতাশা তৈরি হয়।’

নিউ জার্সির ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে আর্জেন্টিনা। এর মধ্য দিয়ে ১৬ বছর পর বিশ্বকাপ জিতল স্পেন। ম্যাচে রেফারিং কোনো বিতর্ক না হলেও শেষ বাঁশি বাজার পর আর্জেন্টিনার কয়েকজন খেলোয়াড় এবং কোচিং স্টাফের সঙ্গে স্পেনের খেলোয়াড়দের সংঘর্ষ বাধে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রীতিকর ঘটনার জেরে তদন্তে নেমেছে ফিফা।

বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর মেসি এখন ঠিক কোথায়

ফের মাঠে ফিরবেন কবে?

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের বেদনা নিয়েই নিজের জন্মশহর রোজারিওতে ফিরেছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের অধিনায়ক স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ব্যক্তিগত বিমানে রোজারিও বিমানবন্দরে পৌঁছান। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তান। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় প্রশাসনের একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা এএফপিকে।

ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইএসপিএনের প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, ধূসর রঙের একটি এসইউভিতে করে মেসি রোজারিওর পাশের শহর ফুনেসের একটি সুরক্ষিত আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করছেন। রোজারিও সফরে সাধারণত ফুনেসের শহরতলিতে নিজের বাড়িতেই অবস্থান করেন তিনি।

রোজারিওতে মেসির অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর বাবা ৬৮ বছর বয়সী হোর্হে মেসি। বিশ্বকাপ চলাকালেই পরিবারটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, অসুস্থতার কারণে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন হোর্হে মেসি।

মেসিকে একনজর দেখতে রাত সাড়ে তিনটার আগেই বিমানবন্দরে জড়ো হতে শুরু করেন সমর্থকেরা। তাঁদের মধ্যে আকাশি-সাদা জার্সিতে দুই শিশুও ছিল, যাদের হাতে ছিল অভ্যর্থনার ব্যানার। একটি ব্যানারে লেখা ছিল ‘মেসি তুমি জীবন্ত কিংবদন্তি। আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। পুরো দেশ তোমাকে ভালোবাসে!’

আর্জেন্টিনা দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড় ও কোচ লিওনেল স্কালোনি সোমবার রাতে বুয়েনস এইরেসে পৌঁছান। সেখানে হাজারো সমর্থক করতালি, স্লোগান, পতাকা আর অশ্রুসিক্ত আবেগে তাঁদের স্বাগত জানান।

গত রোববারের বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১,০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয়েছে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ শেষে মেসিকে কাঁদতে দেখা যায়। ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপে ৮টি গোল করেন।

এমএলএসের নতুন মৌসুম গত শুক্রবার শুরু হয়েছে। তবে বিশ্বকাপ শেষে অতিরিক্ত বিশ্রাম পাবেন মেসি ও তাঁর আর্জেন্টাইন সতীর্থ রদ্রিগো দি পল। ইএসপিএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইন্টার মায়ামির হয়ে এমএলএসের পরের দুটি ম্যাচে খেলবেন না তাঁরা।

আগামী বুধবার শিকাগো ফায়ারের বিপক্ষে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে তাঁদের মাঠে নামার সম্ভাবনা নেই। ২৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এমএলএস অল-স্টার ম্যাচেও তাঁদের দেখা যাবে না।

পাউ কুবারসি

কাঠমিস্ত্রির ছেলের বিশ্বজয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০০ জনেরও কম মানুষের একটি ছোট্ট গ্রামে জন্ম নিয়ে কি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলের অন্যতম সেরা ফুটবলার হওয়া সম্ভব? কাঠমিস্ত্রির কারখানায় বড় হওয়া একটি ছেলে কি এফসি বার্সেলোনার দুর্দান্ত এক ডিফেন্ডারে পরিণত হতে পারে? আর প্রথম বিশ্বকাপ খেলেই, মাত্র ১৯ বছর বয়সে, আসরের সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিততে পারে?

শান্ত, গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা এক কিশোর কি এমন মানসিক দৃঢ়তা ও অদম্য লড়াইয়ের মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে, যা তাঁকে মাঠে এক ভয়ংকর যোদ্ধায় পরিণত করবে? এসব প্রশ্নের উত্তর এককথায়;হ্যাঁ, পারে। আর তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ পাউ কুবারসি।

মাত্র ১৯ বছর বয়সেই এবারের বিশ্বকাপে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন স্পেনের এই সেন্টার-ব্যাক। টুর্নামেন্টজুড়ে তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ফাইনালে। নিউ জার্সিতে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে মার্কোস সেনেসির নিশ্চিত গোলের সুযোগ ঠেকিয়ে দেন কুবারসি। সেই ট্যাকলই কার্যত স্পেনের শিরোপা নিশ্চিত করে। কাতার ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালে রানদাল কোলো মুয়ানির শট ঠেকিয়ে এমিলিয়ানো মার্তিনেজ যেমন আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিলেন, তেমনি কুবারসির সেই ট্যাকলও স্পেনের শিরোপা জয়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

কুবারসির জন্ম জিরোনা প্রদেশের ছোট্ট গ্রাম এস্তানিওলে। নতুন ক্যাম্প ন্যু থেকে গাড়িতে সেখানে যেতে সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টা। ২০০ জনেরও কম মানুষের বসবাস এই গ্রামে। প্রায় ১ হাজার ২৫০ মিটার ব্যাসের একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ঘিরেই গড়ে উঠেছে জনপদটি, যেখানে একসময় একটি ছোট চ্যাপেল ছিল।

এখন গ্রামটিতে আছে হাতে গোনা কয়েকটি রাস্তা, পাথরের তৈরি কিছু বাড়ি, একটি গির্জা, একটি কবরস্থান, দুটি বার এবং একটি কাঠের কারখানা। সেই কারখানাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কুবারসির পরিবারের কয়েক প্রজন্মের ইতিহাস।

‘ফুস্তেরিয়া কুবারসি’ নামের ওই কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর প্রপিতামহ, ১৯০৫ সালে। বর্তমানে এটি পরিচালনা করেন কুবারসির বাবা রবার্ত। পেশাদার ফুটবলার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবার সঙ্গে এই কারখানায় কাজও করতেন কুবারসি। গ্রামটিতে কোনো ফার্মেসি বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এলেও নিজের গ্রামের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রেখেছেন কুবারসি। এমনকি মাত্র ১৯ বছর বয়সেই ফুটবল থেকে অবসরের পরের জীবন নিয়েও তাঁর স্পষ্ট ভাবনা রয়েছে কিছুদিন আগে কাতালান দৈনিক লা ভানগুয়ার্দিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কুবারসি বলেছিলেন, ‘আমি চাই আমার সন্তানরা ছোট শহর বা গ্রামের পরিবেশেই বড় হোক। কারণ, আমি নিজেও গ্রামের মানুষ, শান্ত জীবনই বেশি পছন্দ করি। শহরে অনেক সুবিধা আছে, অনেক কিছু হাতের কাছেই পাওয়া যায়। কিন্তু আমার কাছে ছোট শহরের শান্ত পরিবেশই বেশি প্রিয়।’

এস্তানিওল গ্রামে কোনো স্কুল বা ফুটবল মাঠ না থাকায় ছোটবেলায় পাশের শহরের ক্লাব এফসি ভিলাবলারেইক্সে ফুটবল খেলা শুরু করেন কুবারসি। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা নজর কাড়ে জিরোনার যুব একাডেমির। এরপর আর দেরি করেনি বার্সেলোনা। ২০১৮ সালে, মাত্র ১১ বছর বয়সে, তাঁকে দলে ভেড়ায় কাতালান ক্লাবটি।

এরপর কুবারসির ঠিকানা হয় লা মাসিয়া-বার্সেলোনার বিখ্যাত যুব একাডেমি। কাতালোনিয়ার বাইরে থেকে আসা সম্ভাবনাময় তরুণ ফুটবলারদের গড়ে তোলার অন্যতম সেরা জায়গা এটি। লা মাসিয়াতেই লামিনে ইয়ামালের সতীর্থ ছিলেন কুবারসি।

২০২৩-২৪ মৌসুমে দুজনই প্রথম দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তবে বার্সেলোনার জার্সিতে আনুষ্ঠানিক অভিষেকটা আগে হয় কুবারসির। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে, ১৭তম জন্মদিনের কয়েক দিন আগে, কোপা দেল রের ম্যাচে তৃতীয় বিভাগের ক্লাব ইউনিয়োনিস্তাস দে সালামাঙ্কার বিপক্ষে প্রথমবারের মতো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে বার্সেলোনার হয়ে মাঠে নামেন তিনি।